প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৮ ৭ - ১৩ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

আমাদের কাছে যিশুর পবিত্র হৃদয়ের প্রত্যাশা: প্রেম

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত
ও কাথলিক চার্চের ভবিষ্যৎ ন্যায়বদ্ধতা

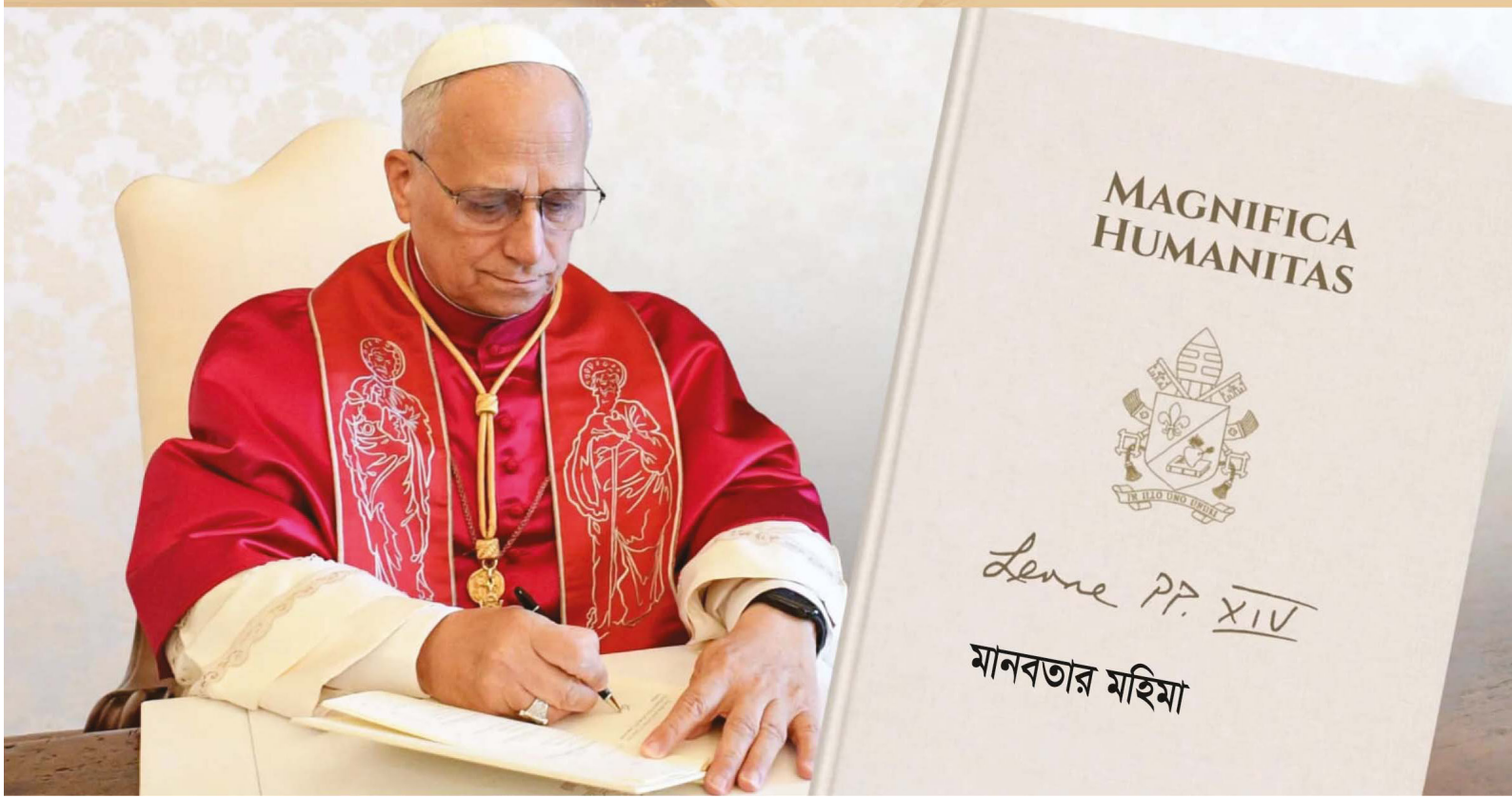

মানবতার মহিমা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম"

প্রিয় দাদু,

দেখতে দেখতে ছয়টি বছর চলে গেল। ফিরে এলো সেই স্মৃতিময়, শোকাহত স্মরণীয় দিনটি, যেদিন তুমি ইহজগতের সমস্ত স্নেহ ও মায়া-মমতার বন্ধন ছিন্ন করে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছ।

তোমার সেই স্মৃতিময় দিনগুলো আজও আমাদের কাঁদায়। স্বর্গধাম হতে আমাদেরকে আশীর্বাদ করো দাদু। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত সুখ দান করুন। এ প্রার্থনায় –

প্রয়াত জন ডি'কস্তা
জন্ম: ২ মে, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মহাখালী, ঢাকা

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে –
নাতী: দূর্লভ ও দর্পণ ডি'কস্তা
বড় ছেলে-ছেলে বউ: টিটু ও জুঁই ডি'কস্তা
মহাখালী, ঢাকা

নাত্নী: গ্রেস ও এন্‌জেল ডি'কস্তা
ছোট ছেলে - ছেলে বউ: লিটু ও লীনা ডি'কস্তা
টরন্টো, কানাডা
সহধর্মিনী: আন্না ডি'কস্তা

বিজ্ঞ/১১৩/২৬

বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিপালক মহান সাধু আন্তনীর পর্বোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জনেরা,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩ জুন ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শনিবার, বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিপালক পাদুয়ার সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হবে। অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর এই মহা পর্বোৎসবে যোগদান ক'রে তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত। এই পর্বোৎসবে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা মাত্র। এছাড়াও যারা পর্বে মানত ও বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করতে চান তাদেরকে সরাসরি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ আপনাদের উপর বর্ষিত হোক।

পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান ২,০০০/= (দুই হাজার টাকা)
খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০/= (দুইশত টাকা মাত্র)

বিঃদ্রঃ জরুরি ভিত্তিতে গির্জাঘর সংস্কারের প্রয়োজন। তাই সার্বিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আপনিও সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশির্বাদ লাভ করুন।

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা খ্রিস্টযাগ : ৪ জুন - ১২ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ
সময়: বিকাল ৪:৩০ ঘটিকায়

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : ১৩ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ, শনিবার
১ম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৬:৩০ ঘটিকায়
২য় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিট

যোগাযোগের ঠিকানা
মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, পাল-পুরোহিত
মোবাইল নম্বর: ০১৭১৮৪৮৮৫৭৬
ফাদার তন্ময় যোসেফ কস্তা: ০১৭৬০৯৫৮৬১৫
সিস্টার আন্না মানার, সিএসসি: ০১৬০৫৩২৬৮০৮

ধন্যবাদান্তে
পাল-পুরোহিত, কেন্দ্রীয় কমিটি,
খ্রিস্টভক্তগণ
বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১১৪/২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ১৮
০৭ জুন - ১৩ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
২৪ জ্যৈষ্ঠ - ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

যিশুর পবিত্র হৃদয় ও পুণ্য দেহ-রক্তের আলোয় 'মানবতার মহিমা'

খ্রিস্টীয় উপাসনাবর্ষের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্ব 'যিশুর পরম পবিত্র হৃদয়' (Sacred Heart of Jesus) এবং 'যিশুর পুণ্য দেহ-রক্তের পর্ব' (Corpus Christi)। এ বছর এই উৎসব দুটি যখন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে নবায়ন এবং মানবতাবোধে ঋদ্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছে, ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও গত ২৫ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রকাশ করেছেন তাঁর ঐতিহাসিক ও সময়োপযোগী প্রথম বিশ্বজনীনপত্র "মানবতার মহিমা" (Magnifica Humanitas)।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লবের উত্তরকালে পোপ ত্রয়োদশ লিও তাঁর যুগান্তকারী দলিল Rerum Novarum-এর মাধ্যমে শ্রম ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষা করে মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, তার ১৩৫তম বার্ষিকীতে পোপ চতুর্দশ লিও বর্তমান যুগের 'চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব' বা "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা" (AI: Artificial Intelligence)-র চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে এই নতুন নির্দেশিকা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। যিশুর ঐশরিক প্রেম ও আত্মত্যাগের আলোয় এই বিশ্বজনীনপত্রটি আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে মানবব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার এক মহাসনদ।

বর্তমান যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের কণ্ঠস্বর, মুখমণ্ডল, প্রজ্ঞা, এমনকি অনুভূতি ও বন্ধুত্বকে নকল করে মানবিক সম্পর্কের গভীরতম পর্যায়ে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করছে এবং মানুষের নিজস্ব অধিকার হরণ করছে। পোপ মহোদয় বিশ্ব যোগাযোগ দিবসে তাঁর বাণীতে যথার্থই বলেছেন, "আমাদের মুখমণ্ডল ও মুখের কণ্ঠস্বর একক, প্রত্যেক মানবব্যক্তির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ।"

এই কৃত্রিমতার ভিড়ে যিশুর পরম পবিত্র হৃদয় আমাদের মনে করিয়ে দেয় খাঁটি, অবিকৃত এবং নিঃশর্ত প্রেমের কথা। এ.আই. বা কৃত্রিম প্রযুক্তি মানুষের মস্তিষ্ককে নকল করতে পারলেও মানুষের 'হৃদয়' ও 'আত্মা'-কে নকল করতে পারে না। যিশুর পবিত্র হৃদয় হলো সেই আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস, যা কোনো যন্ত্রের পক্ষে তৈরি করা অসম্ভব। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ধীরে ধীরে ক্ষমতাবান হচ্ছে ও মানুষকে দাসে পরিণত করছে। পুণ্যপিতা ক্ষমতার সংস্কৃতি ছেড়ে ভালোবাসার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সকলের কাছে জোর আহ্বান করছেন।

ক্ষমতার সংস্কৃতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, রাজনীতি আদর্শচ্যুত হচ্ছে এবং যুদ্ধকে স্বাভাবিক মনে করা হচ্ছে। এর বিপরীতে যিশুর ক্ষতবিক্ষত হৃদয় আমাদের শেখায় 'ভালোবাসার সভ্যতা' গড়ে তুলতে, যেখানে অস্ত্রের ভাষা নয়, বরং সংলাপ, ন্যায়নীতি, ক্ষমা, বিনয়, সহানুভূতি, সহভাগিতা-সহযোগিতা ও শান্তির প্রাধান্য থাকবে।

যিশুর পুণ্য দেহ-রক্তের পর্বের মূল বাণী হলো–আমরা খ্রিস্টেতে এক দেহের অংশী, যে-দেহে আছে অনেক স্বতন্ত্র অঙ্গ-প্রতঙ্গ। আমরা সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে খ্রিস্টের সাথে সংযুক্ত। কেননা স্বয়ং ঈশ্বর মানুষ হয়ে আমাদের মাঝে বাস করেছেন, যা মানবদেহের ও মানবতার সর্বোচ্চ মহিমাকে প্রকাশ করে। যোগাযোগ প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত প্রভাবশালী হলেও তা মানুষকে কর্মহীন করতে পারে এবং অনেক মানুষের স্বাধীনতাকে বাণিজ্যিক কারাবন্দী করে ফেলে। যিশুর পুণ্য দেহ-রক্তের রুটি ও পানপাত্র যেমন আমাদের সমমর্যাদা ও সহ-সংহতির শিক্ষা দেয়, তেমনি এ.আই. পরিচালনাকারী কোম্পানিগুলোর উচিত স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বজায় রাখা, যাতে মানুষের মর্যাদা কোনোভাবে ক্ষুণ্ন না হয়।

যিশুর পরম পবিত্র হৃদয়ের অসীম করুণা এবং পুণ্য দেহ-রক্তের ঐক্যের বন্ধন–এই দুইয়ের সমন্বিত শক্তিই পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই চ্যালেঞ্জিং যুগে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মানবতাবোধকে টিকিয়ে রাখতে। প্রযুক্তি মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকবে, মানুষ প্রযুক্তির দাস হবে না।

আজকের যুদ্ধ-বিগ্রহ, নৈতিক অবক্ষয় এবং মানবিক সংকটের যুগে এই আধ্যাত্মিক উৎসবগুলো এবং পোপ মহোদয়ের নির্দেশনা আমাদের জন্য আলোর দিশারী। আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন তখনই সার্থক হবে, যখন আমরা গির্জার চার দেয়ালের ভেতরের উপাসনাকে বাইরের কর্মজীবনে প্রতিফলিত করতে পারব। যিশুর পরম পবিত্র হৃদয় ও পুণ্য দেহ-রক্ত থেকে শক্তি নিয়ে আমরা যেন স্বার্থপরতা বিসর্জন দিয়ে মানবপ্রেম ও সেবার এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে পারি। তবেই মানবতার প্রকৃত মহিমা প্রকাশ পাবে এবং আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি পূর্ণতা লাভ করবে। †

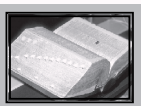

যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি। (যোহন ৬:৬৫)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

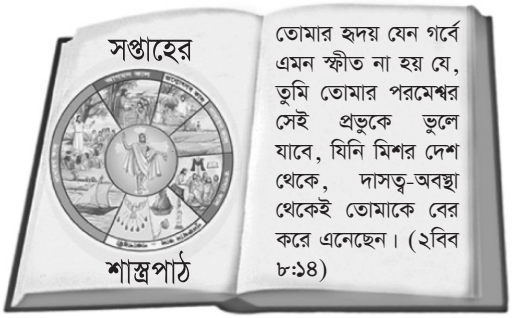

তোমার হৃদয় যেন গর্বে এমন স্ফীত না হয় যে, তুমি তোমার পরমেশ্বর সেই প্রভুকে ভুলে যাবে, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকেই তোমাকে বের করে এনেছেন। (২বিব ৮:১৪)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৭ জুন - ১৩ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

০৭ জুন, রবিবার
সাধারণকালের ১০ম রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
খ্রীষ্টের পুণ্যতম দেহ-রক্তের মহাপর্ব
২ বিব ৮: ২-৩, ১৪-১৬, সাম ১৪৭: ১২-১৫, ১৯-২০, ১ করি ১০: ১৬-১৭, যোহন ৬: ৫১-৫৮

০৮ জুন, সোমবার
সাধারণকালের ১০ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
১ রাজা ১৭: ১-৬, সাম ১২১: ১-৮, মথি ৫: ১-১২

০৯ জুন, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ১০ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
সাধু এফ্রেম, ডিকন ও আচার্য
১ রাজা ১৭: ৭-১৬, সাম ৪: ১-৪, ৬-৭, মথি ৫: ১৩-১৬

১০ জুন, বুধবার
সাধারণকালের ১০ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
১ রাজা ১৮: ২০-৩৯, সাম ১৬: ১-২, ৪-৫, ৮, ১১, মথি ৫: ১৭-১৯

১১ জুন, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ১০ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
প্রেরিত সাধু বার্ণাবাস, স্মরণদিবস
শিষ্য ১১: ২১-২৬ -- ১৩: ১-৩, সাম ৯৭: ১-৬, মথি ১০: ৭-১৩

১২ জুন, শুক্রবার
যীশুর পরম পবিত্র হৃদয়, মহাপর্ব
২ বিব ৭: ৬-১১, সাম ১০২: ১-৪, ৬-৮, ১০, ১ যোহ ৪: ৭-১৬, মথি ১১: ২৫-৩০

১৩ জুন, শনিবার
সাধারণকালের ১০ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
১ রাজা ১৯: ১৬, ১৯-২১, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-১০, মথি ৫: ৩৩-৩৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৮ জুন, সোমবার
+ ১৯৭১ সি. ইম্মানুয়েল, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

০৯ জুন, মঙ্গলবার
+ বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি এর মৃত্যুবার্ষিকী
+ ১৯৯৬ বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১০ জুন, বুধবার
+ ১৯৯৬ সি. জুলিয়ানা বল্লিও, ওএসএল
+ ২০০৩ সি. জেমস ভলয়াথো, এসসি (ঢাকা)

১১ জুন, বৃহস্পতিবার
+ ২০২২ ফা. জন গোপাল বিশ্বাস (খুলনা)

১৩ জুন, শনিবার
+ ১৯৭৫ ফা. হেনরী বুদ্রো, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ মাদার এম পাস্কাল, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০০ সি. পিয়া স্যাকুয়েরা, এসসি (খুলনা)
+ ২০০৮ সি. মার্গারেট মেরী, এমসি (ঢাকা)

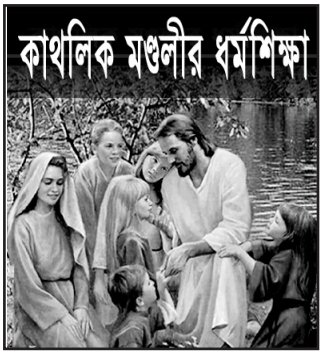

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২১৮৮ সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সাধারণ মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে খ্রীষ্টানদের উচিত রবিবার ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর নির্ধারিত পূণ্য দিনগুলোকে সরকারী ছুটির দিন হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করা। সকলের সামনে প্রকাশ্যে তাদেরকে প্রার্থনা, শ্রদ্ধা এবং আনন্দের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাদের ঐতিহ্যকে সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য মূল্যবান অবদান হিসেবে রক্ষা করতে হবে। কোন দেশের আইন অনুযায়ী বা অন্য কোন কারণে রবিবার যদি কাজ করার প্রয়োজন হয়, তথাপি দিনটি আমাদের মুক্তির দিন হিসেবে পালনের চেষ্টা করতে হবে। কেননা এই দিনটি আমাদের "সেই উৎসব-সমাবেশে", "স্বর্গীয় তালিকাভুক্ত সেই প্রথমজাতদের মণ্ডলীর" সঙ্গে শরীক হবার সুযোগ দেয়।

সারসংক্ষেপ

২১৮৯ "সাব্বাৎ দিন এমনভাবে পালন করবে, যেন তাঁর পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখো" (দ্বিতীয় বিবরণ: ৫:১২)। "সপ্তম দিনে এমন পুরো বিশ্রাম উদ্‌যাপিত হবে, যে বিশ্রাম প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র" (যাত্রাপুস্তক ৩১:১৫)।

২১৯০ বিশ্রামবার (সাব্বাৎ দিন) ছিল প্রথম সৃষ্টির পূর্ণতার প্রতীক। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের দ্বারা নতুন সৃষ্টি সূচিত হয়েছে রবিবারে, তাই তা বিশ্রামবারের স্থান নিয়েছে।

২১৯১ খ্রীষ্টমণ্ডলীর "অষ্টম দিনে" অর্থাৎ রবিবারে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দিন পালন করে, আর ন্যায়সঙ্গতভাবেই এই দিনটিকে বলা হয় প্রভুর দিন (দ্র: ২য় ভা. মহাসভা: পুণ্য উপসনা ১০৬)।

২১৯২ সার্বজনীন মণ্ডলীতে রবিবার প্রধান অবশ্যপালনীয় দিন হিসেবে পালিত হওয়া উচিত (মণ্ডলীর আইন-সংহিতা১২৪৬.১)। রবিবার এবং অন্যান্য অবশ্যপালনীয় দিনে খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ খ্রীষ্টযাগে যোগ দিতে বাধ্য (মণ্ডলীর আইন-সংহিতা ১২৪৭)।

২১৯৩ 'রবিবার এবং অন্যান্য অবশ্যপালনীয় পর্বদিনে খ্রীষ্টভক্তগণকে এমন দৈহিক শ্রম এবং ব্যবসা থেকে বিরত থাকতে হবে যা ঈশ্বরের প্রাপ্য উপাসনায়, প্রভুর দিনের জন্য উপযুক্ত আনন্দ অথবা মন ও দেহের জন্য উপযুক্ত বিশ্রামের পথে বাধাসরূপ (মণ্ডলীর আইন-সংহিত ১২৪৭)

২১৯৪ রবিবার দিনটি সকলের যথেষ্ট বিশ্রাম এবং অবসর নিতে সাহায্য করে, যাতে তারা পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে (২য় ভা. মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ৬৭.৩)

২১৯৫ প্রভুর দিনটি পবিত্রভাবে পালন করার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে অপরের নিকট এমন কোন দাবি করা খ্রীষ্টভক্তদের উচিত নয়।

প্রতিবেশীর কোন অনিষ্ট ঘটায় না; অতএব ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।"

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আগামী ২১ জুন 'বাবা দিবস' উপলক্ষে আপনাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও মতামত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

এছাড়াও ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আপনাদের লেখাগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ পূর্বে পাঠানের জন্য অনুরোধ রইল।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

ফাদার উৎপল ডমিনিক রিছিল

সাধারণকালের দশম রবিবার

১ম পাঠ: দ্বিতীয় বিবরণ ৮:২-৩, ১৪-১৬
২য় পাঠ: ১ম করি. ১০:১৬-১৭ পদ
মঙ্গলসমাচার: যোহন ৬: ৫১-৫৮ পদ

খ্রিস্টেতে আমার শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়জনেরা, আজ আমরা মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হয়ে খ্রিস্টের দেহ ও রক্তের পর্ব পালন করছি। এই উৎসব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে যিশু কেবল দূরের কোনো ঈশ্বর নন; তিনি আমাদের জীবনের খাদ্য হয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন।

প্রিয়জনেরা কেন আজ এ দিনটাকে বেছে নেওয়া হয়েছে? আমরা তো যিশুর জন্ম উৎসব, তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান পর্ব, পঞ্চাশত্তমী পর্ব পালন করেছি। তাহলে এটা আবার দরকার আছে? আসলে প্রভু যিশুর দেহ ও রক্ত প্রতিষ্ঠা হয় পুণ্য বৃহস্পতিবার শেষ ভোজের সময়। শেষ ভোজে বসে যিশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দেন। এরপরে রুটি ও দ্রাক্ষারস আশীর্বাদ করে তাঁর নিজের দেহ ও রক্ত হিসেবে শিষ্যদেরকে খেতে দিলেন যাতে জগতে সকলে যেন মুক্তি লাভ করতে পারে। মণ্ডলীতে এটাই সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ আনন্দযজ্ঞ অনুষ্ঠান। এদিনে তিনি খ্রিস্টপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পুণ্য বৃহস্পতিবারে শেষ ভোজের পর তাঁর জীবনে নেমে আসে চরম ও নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতন। যদিও এটা একটা দুঃখময় ঘটনা। তাই শেষ ভোজের আনন্দযজ্ঞ অনুষ্ঠানকে মণ্ডলী আলাদা করেছেন যাতে এই অনুষ্ঠান জাঁকজমকের সাথে পালন করতে পারে। তাই আজ আমরা মণ্ডলীতে যিশুর দেহ ও রক্তের পর্ব পালন করছি। কারণ আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো খ্রিস্টকে কেন্দ্র করে। আর তাই আমরা খ্রিস্টযাগে প্রভু যিশুর দুঃখ-যাতনা, কষ্ট, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ঘটনা স্মরণ করি। যখন আমরা পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি এবং খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি তখন আমরা খ্রিস্টময় হয়ে উঠি ও খ্রিস্টের সাথে পথ চলি।

খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত আমাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেখায়। প্রথমত, এটি ঈশ্বরের গভীর ভালবাসার চিহ্ন। ১ম পাঠে শুনেছি ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে মরুভূমিতে স্বর্গ থেকে মান্না খেতে দিয়েছিলেন। যা তাদেরকে সাময়িকভাবে শারীরিক ক্ষুধা মিটিয়েছিল। কিন্তু মরুপ্রান্তরে মান্নার বিপরীতে, যিশু পুণ্য বৃহস্পতিবার শেষ ভোজে বসে তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দেন এবং এরপরে রুটি ও দ্রাক্ষারস আশীর্বাদ করে তাঁর নিজের দেহ ও রক্তকে খাদ্য হিসেবে শিষ্যদেরকে খেতে দিয়ে বলেন, তোমরা নিয়ে খাও ও তোমরা নিয়ে পান কর। এ আমার দেহ ও এ আমার রক্ত। এটি আক্ষরিক নরমাংসভোজী নয় বরং তাঁর জীবন এবং লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক অংশগ্রহণ যা অনন্তকালীন খাদ্য। আসলে তিনি হলেন অন্নদাতা ও জীবনদাতা। (মান্না) যে খাদ্য আব্রাহামের, ইসাহাকের ও যাকোবের লোকেরা খেয়ে মারা গেছে কিন্তু এখন আমরা যারা খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণ করছি আমাদের আত্মার আর মৃত্যু হবে না।

যিশু আমাদের এত ভালবাসলেন যে তিনি নিজেকে আমাদের জন্য খাদ্য হিসেবে দিয়েছেন। তিনি চান আমরা তাঁর সাথে এক হয়ে যাই। যেমন খাদ্য আমাদের শরীরকে শক্তি দেয় তেমনি খ্রিস্টপ্রসাদ আমাদের আত্মাকে শক্তি দেয়। যখন আমরা বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করি, তখন আমরা যিশুর সঙ্গে গভীরভাবে একত্রিত হই। আমাদের হৃদয় শক্তি পায়, পাপ থেকে দূরে থাকার সাহস পায় এবং ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়।

দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের ঐক্যের আহ্বান। দ্বিতীয় পাঠে করিন্থীয়দের কাছে সাধু পলের পত্র হতে শুনেছি, যে করিন্থীয়বাসীদের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ, দলাদলি, অশান্তি ও বিভেদ সৃষ্টি করছিল তা সতর্কবাণী হিসেবে বলছেন, আপনারা খ্রিস্টান হয়ে একই পানপাত্র থেকে রক্ত পান করছেন একই রুটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তা গ্রহণ করে তাঁর দেহের অংশী হয়ে উঠেছেন, একদেহ হয়ে উঠছেন। তাহলে তো সেখানে আমাদের মধ্যে বিভেদ, হিংসা বা ঘৃণা থাকার বিষয়ে প্রশ্নই আসে না কারণ আমরা সবাই খ্রিস্টেতে এক দেহ। তাই খ্রিস্টপ্রসাদ আমাদের শেখায়- ক্ষমা করতে, ভালোবাসতে এবং একে-অপরকে গ্রহণ করতে।

তৃতীয়ত, এটি আমাদের আহ্বান জানায় গভীর বিশ্বাস নিয়ে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে ও সেবায় জীবন যাপন করতে। মঙ্গলসমাচারে শুনেছি যিশু নিজেই খাদ্য যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। তার দেহ ও রক্ত আমাদেরকে আধ্যাত্মিক খাদ্য হিসেবে দান করেছেন। আর করে তুলেছেন সজীব, সতেজ, শক্তিশালী, সাহসী ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ যেন তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে থাকি এবং অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারি। এছাড়া অনুপ্রাণিতও করেছেন, যিশু যেমন নিজেকে আমাদের জন্য উৎসর্গ করেছেন, তেমনি আমরাও যেন অন্যদের জন্য ভালবাসা, সেবা, এবং ত্যাগের জীবন-যাপন করি। ক্ষুধার্তকে খাদ্য, দুঃখীকে সান্ত্বনা এবং দুর্বলকে সহায়তা দান করার মধ্য দিয়ে আমরাও খ্রিস্টপ্রসাদের প্রকৃত অর্থ বাস্তবায়ন করি। কারণ খ্রিস্টপ্রসাদ আমাদের জীবনের শক্তি, শান্তি ও আশা।

প্রার্থনা করি, পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদের মাধ্যমে যিশু খ্রিস্ট আমাদের হৃদয়কে নতুন করে গড়ে তুলুন, যেন আমরা তাঁর প্রেম ও মহান ত্যাগের সাক্ষী হয়ে উঠতে পারি। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে সেই চেতনা দান করুক।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

Magnifica Humanitas
(Magnificent Humanity)
“মানবতার মহিমা”
পোপ চতুর্দশ লিও কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বজনীনপত্রের প্রাথমিক ধারণা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও সিএসসি

প্রেক্ষাপট:

পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও ২৫ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী একটি বিশ্বজনীনপত্র প্রকাশ করেছেন যার নাম: **“মানবতার মহিমা”** *(Magnifica Humanitas)*। এ বিশ্বজনীনপত্রটি প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যা এবং “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা” পর্যালোচনা করা এবং তারই প্রেক্ষাপটে মানবব্যক্তির মর্যাদা ও মানবতা রক্ষা করা।

কার্ডিনাল রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট, ও.এস.এ. ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে তারিখে পোপ রূপে নির্বাচিত হয়ে তিনি তাঁর নাম নিলেন চতুর্দশ লিও। এ নাম গ্রহণ করার পেছনে তাঁর একটি আদর্শিক রূপরেখা ছিল। উনবিংশ শতাব্দির শিল্প-বিপ্লব উত্তরকালে নতুন সামাজিক অবস্থা উদ্ভাবনের কারণে পোপ ত্রয়োদশ লিও, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে “নতুন বিষয়” *(Rerum Novarum)* শিরোনামে খ্রিস্টমণ্ডলী একটি বিশ্বজনীনপত্র প্রকাশ করেন। এ দলিলটিই ইতিহাসে খ্রিস্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার প্রথম পথিকৃত। এ পত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল “কর্মজীবীদের শ্রম ও মূলধন”। পোপ ত্রয়োদশ লিও’র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং তাঁর দ্বারা প্রকাশিত “নতুন বিষয়” *(Rerum Novarum)* নামক বিশ্বজনীনপত্রের ১৩৫তম বার্ষিকীতে, ১৫ মে তারিখে তাঁর রচিত “মানবতার মহিমা” বিশ্বজনীনপত্রটি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরদান করেন। এ বিশ্বজনীনপত্রটি হচ্ছে পোপ চতুর্দশ লিও’র প্রথম প্রকাশ, যা আশা করা হচ্ছে তাঁর প্রশাসন আমলে খ্রিস্টমণ্ডলীর ও বিশ্বের সামাজিক বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দান করবে।

পোপ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে পোপ লিও বলেছেন যে, বর্তমানে আরেকটি শিল্প-বিপ্লব ও উন্নয়ন-কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে যাকে বলা হয় “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা” *(AI: Artificial Intelligence)*। মে মাসের ১৭ তারিখে গণমাধ্যম দিবসে তিনি বলেছেন যে, “আমাদের মুখমণ্ডল ও মুখের কণ্ঠস্বর একক, প্রত্যেক মানবব্যক্তি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ”, “ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয় পুনর্বার সৃষ্টি করা যায়না”; “কোন ব্যক্তির কণ্ঠ ও মুখমণ্ডল, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, সচেতনতা ও দায়বদ্ধতা, অনুভূতি ও বন্ধুত্ব নকল করে “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা” *(AI: Artificial Intelligence)* অনেক সময় মানবিক সম্পর্কের গভীরতম পর্যায়ে অবৈধ ও অন্যায় ভাবে প্রবেশ করা হয় এবং মানুষের নিজস্ব অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে”।

“কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা”র বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে “মানবতার মহিমা” বিষয়ক বিশ্বজনীনপত্রটি নিবেদিত হয়েছে মানবব্যক্তির মর্যাদা এবং মানবতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও মাণ্ডলিক বিষয়সমূহ এ দলিলটিতে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বের সামগ্রিক সংকটকালে খ্রিস্টমণ্ডলী “বিশ্ববিবেকের কণ্ঠস্বর” হিসেবে মানবতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁর নৈতিক শিক্ষা এ দলিলটিতে তুলে ধরেছেন। সুতরাং মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার এ দলিলটি সকলে যেন মনোযোগ সহকারে গুরুত্ব প্রদান করে। অনেকে মত ব্যক্ত করেছেন যেন **“কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা”***(AI: Artificial Intelligence)* কোম্পানি গুলো বা মাধ্যমগুলো পড়ার আগে আমরা যেন পাঠ ও অধ্যয়ন করি।

“মানবতার মহিমা” বিষয়ক পুরো দলিলটি, তার সারসংক্ষেপ, ভিডিও এবং চিত্রায়িত তথ্য বিভিন্ন অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। আরও বিশদভাবে অবগত হওয়ার জন্য যে তিনটি লিংক উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

(১) (https://e.va/magnificahumanitas/); (২) (bit.ly/mhEMBARGOmay25); (৩) (www.vatican.va)

বিশ্বজনীনপত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

“মানবতার মহিমা” বিষয়ক বিশ্বজনীনপত্রটি ভবিষ্যতে নানা জনে নানা ভাবে লেখালেখি করবে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনার সুযোগও আমার হবে। তবে এখানে বিশ্বজনীন পত্রটির আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা তুলে ধরছি।

আজ ২৫ মে তারিখে, “মানবতার মহিমা” বিষয়ক বিশ্বজনীনপত্রটি প্রকাশনার সময়ে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় নিজের হাতে লিখিত নিম্নোক্ত বাণীটি সকল বিশপদের কাছে প্রেরণ করেছেন।

Dear brother Bishop,

May the Holy Spirit “renew the face of the earth” and of the magnificent humanity God has created and Jesus Christ has saved.

Please join me in bringing our Magisterium to the whole Church and all the world.

Fraternally in the episcopate,

Leo PP. XIV

বিশ্বজনীনপত্রের মূল বিষয়সূচি:

ভূমিকা: বর্তমান যুগের “নতুন বিষয়”; বাইবেলের দুটো কাহিনী: বাবেলের দুর্গ (চূড়া) *(দ্রঃ আদি ১১:১-৯)* এবং জেরুশালেমের প্রাচীর নির্মাণ *(দ্রঃ নেহেমিয়া ২-৬)* বিশ্বজনীনপত্রের বাইবেলীয় প্রেক্ষিত নির্ধারণ করা হয়েছে; এখানে বলা হয়েছে যে, গণকল্যাণমূলক নির্মাণকাজে মানুষ যেন সর্বদা মানুষই থাকে।

প্রথম অধ্যায়: মঙ্গলসমাচারের প্রতি বিশ্বস্ততার সক্রিয় পদ্ধতি

(ক) মানব ইতিহাসের পথ ধরে খ্রিস্টমণ্ডলী সর্বদা পথযাত্রা করে এবং সেই যাত্রাকালে **যিশুর মঙ্গলসমাচার ঘোষণা** করে।

(খ) পোপ ত্রয়োদশ লিও থেকে শুরু করে (১৮৯১) অদ্যাবধি মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। মঙ্গলবাণী ঘোষণার প্রতি **মণ্ডলীর বিশ্বস্ততা**।

দ্বিতীয় অধ্যায়: মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার ভিত্তি ও নীতিসমূহ

(ক) সামাজিক শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে: মানবব্যক্তি ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট; প্রত্যেক মানুষের সমমর্যাদা আছে; সকল মূল্যবোধের মধ্যে মানবাধিকার হচ্ছে সর্বোত্তম মূল্যবোধ।

(খ) এ দলিলে **সামাজিক শিক্ষার নীতিসমূহ** উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন গণমঙ্গলের নীতি, জগৎ-সম্পদের সার্বজনীন উদ্দেশ্য, অধঃস্থনের অধিকার-নীতি, মানব-সংহতির নীতি এবং সামাজিক ন্যায়নীতি।

(গ) **সমন্বিত মানব** উন্নয়নই হচ্ছে প্রকৃত উন্নয়ন এবং এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) সামাজিক বিষয়ে মণ্ডলীর অন্যতম প্রধান কাজ হলো সামাজিক শিক্ষার আলোকে মণ্ডলী নিজেকে **আত্ম-পরীক্ষা ও মূল্যায়ন** করবে।

তৃতীয় অধ্যায়: প্রযুক্তিবিদ্যা ও তার প্রভাব; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-প্রসূত (এ.আই) অঙ্গীকারের আলোকে মানবতার মহিমা

(ক) বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিবিদ্যার আদর্শ ও ডিজিটাল পদ্ধতির ক্ষমতা সম্বন্ধে এ দলিলে খুবই **ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি** দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞানের ইতিবাচক উন্নয়ন, ভূমিকা ও তার অবদান আলোচনা করা হয়েছে।

(খ) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমান যুগে খুবই একটি মূল্যবান যন্ত্র, কিন্তু তার **ব্যবহারে সাবধানতা** অবলম্বন করতে হবে যাতে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার কোনভাবে ক্ষুন্ন করা না হয়।

(গ) যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালনা করে তাদের **দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা** মেনে চলতে হবে।

(ঘ) সর্ব ক্ষেত্রে **অবশ্যই স্মরণ** রাখতে হবে এবং ভুললে চলবে না যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোন্ ধরনের তাৎপর্য উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা; প্রযুক্তিবিদ্যা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব ব্যাপক, গোটা মানবতা প্রভাবিত হয় এমন কি পরবর্তী প্রজন্মের মানবতাও অপ্রভাবিত থাকে না; প্রযুক্তিবিদ্যা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতা আছে, মানব-হৃদয় এবং মানবব্যক্তির মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ন করে।

(ঙ) **ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও খ্রিস্টীয় মানবত্ব** হচ্ছে সর্বাধিক সত্য যা অভিজ্ঞতা-লব্ধ মানবতারও উর্ধ্বে।

(চ) মানুষ **দু'ধরনের জগতে** বাস করে: ইহজগত ও পরজগত; মানুষের মধ্যে **দু'ধরনের ভালবাসা** আছে: প্রতিবেশির প্রতি ভালবাসা এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা। এই সত্য সর্বদা মনে রাখতে হবে। তবে এ দুটি ধরন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

চতুর্থ অধ্যায়: রূপান্তরের যুগান্তরে মানবতা সংরক্ষণ; সত্য, শ্রম ও স্বাধীনতা

(ক) মানুষের জন্য প্রকৃত সত্য কী? খাঁটি সত্য হচ্ছে: জনগণের কল্যাণ বা গণকল্যাণের জন্য সত্যকে অনুসন্ধান করা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা; গণতান্ত্রিক গণমাধ্যম ও সমষ্টিগত কল্পনা ও দর্শন অগ্রাধিকার দেওয়া; পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশে গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা, শিক্ষা ও শিখন-পদ্ধতির সাথে ডিজিটাল সংস্কৃতির যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা রক্ষা প্রয়োজন; প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার সাথে ডিজিটাল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

(খ) ডিজিটালের বিবর্তন যুগে **মানবশ্রমের মর্যাদা** রক্ষা করা: শ্রমের মূল্য দেওয়া, বেকার সমস্যা দূর করা; এমন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা যা মানবব্যক্তির মর্যাদাকে মূল্য দেয়; বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিবেশে পরিবার এবং যুবগোষ্ঠীকে কেন্দ্রীয় মনোযোগ রেখে ভাবতে হবে; মানুষের মধ্যে যে প্রত্যাশা আছে তা উৎকর্ষতার জন্য যথোপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

(গ) নির্ভরশীল এবং বাণিজ্যিক কারাবন্দীত্ব থেকে স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে: বর্তমানকালে নির্ভরতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করা; আধুনিক যুগে নতুন নতুন দাসত্ব-প্রথা জন্ম নিয়েছে যার শৃঙ্খলাবদ্ধতা ভেঙ্গে দেওয়া মানুষের কর্তব্য।

(ঘ) সহ-দায়িত্ববোধ একটি মহান মূল্যবোধ: নতুন সমাজকে গড়া একার দায়িত্ব নয়, কারো প্রভুত্ব নয় বরং দায়িত্ব পালন করতে হবে সকলের সহ-ভাব পোষণের মাধ্যমে।

পঞ্চম অধ্যায়: ক্ষমতার সংস্কৃতি এবং ভালবাসার সভ্যতা

(ক) বর্তমান ডিজিটাল যুগের লক্ষ্য হবে এমন সভ্যতা সৃষ্টি করা যেখানে থাকবে ভালবাসা; ডিজিটাল পদ্ধতি সেই ভালবাসার সভ্যতা নির্মাণ করতে সেবা ও সাহায্য করবে।

(খ) আধুনিক জগতে **ক্ষমতার সংস্কৃতি** চলমান: ক্ষমতার সংস্কৃতির কারণে মানুষ ভাবে যুদ্ধ স্বাভাবিক, যুদ্ধ ছাড়া কোন ভাল কিছু অর্জন করা যায় না; অতএব ক্ষমতার সংস্কৃতিতে সীমাহীন ও অবাধ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে; আরও লক্ষ্য করা যায় যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুদ্ধ করার অস্ত্র হয়ে গেছে। এককত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে এসেছে বহুত্ববাদ যা বিশ্বব্যাপী সংকট সৃষ্টি করছে; সৃষ্টি হয়েছে ভূ-রাজনীতির বাহুল্য; বর্তমান অবস্থায় আরেকটি বাদ সৃষ্টি হয়েছে, আর তা হচ্ছে বাস্তবতাবাদ; এই বাস্তবতাবাদের কারণে রাজনীতির সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়েছে, বাস্তবতা নিয়েই রাজনীতি, রাজনীতি আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছে।

(গ) **ভালবাসার সভ্যতা** গড়ে তোলা বর্তমান জগতের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, আমরা কেবল নিজের অংশটুকুই করতে পারি, সবকিছু করতে পারিনা ; আজকাল "কথা", "বক্তব্য" বা "ভাষণ" যুদ্ধ ও সংঘর্ষে অস্ত্র হয়ে গেছে; ভালবাসার সভ্যতা গড়তে হলে এ সব অস্ত্র পরিহার করা প্রয়োজন; অন্যায্যতা অশান্তি সৃষ্টি করে, অতএব ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা প্রথম ও প্রধান কাজ; ভালবাসার সভ্যতায় আক্রমণকারীর পক্ষ না নিয়ে ভুক্তভোগীদের ভাবনা জানা, কথা শোনা এবং গুরুত্ব দেওয়া; ভালবাসার সভ্যতাই পারবে সুস্থ বাস্তবতাবাদের কৃষ্টি উদ্ভাবন করতে; সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সংলাপ ছাড়া বিকল্প নেই, সংলাপের পুনঃজাগরণ প্রয়োজন; কুটনীতি ও বহুত্ববাদীতার অনুশীলন একান্ত আবশ্যক; সর্বোপরি থাকবে প্রার্থনা ও প্রত্যাশা যা ঈশ্বরের প্রতি এবং মানুষের প্রতি আমাদের ভালবাসা ব্যক্ত করবে।

উপসংহার: সামাজিক শিক্ষার ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে "বাণী মানব দেহধারণ করলেন", যিশু মানুষের মাঝে এসেছেন এবং তিনি মানুষের মাঝে বাস করলেন; খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাস হল খ্রিস্টেতে আমরা এক দেহ, যে-দেহে আছে অনেক স্বাতন্ত্রিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ। আমাদের বর্তমান যুগে কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে সেই কার্যক্ষেত্রগুলো নিরুপণ করা; মানুষ আশাবাদী, তাই তাকে প্রত্যাশার গান গাইতেই হয়। সেটাই তো প্রভুর মহিমাগান যা "মানবতার মহিমা"-য় অভিব্যক্ত।

ঘর ভাড়া হবে

লক্ষ্মীবাজার গির্জার কাছাকাছি বাংলাবাজার, জুন মাস ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ হইতে ঘর ভাড়া দেওয়া হইবে।

২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর ও ১টি বাথরুম। ছোট খ্রিস্টান পরিবারের জন্য উপযুক্ত।

তাই অতিসত্বর যোগাযোগ করুন,

মোবাইল নাম্বারঃ- ০১৩২৭১-৪১৬৭৩

বিজ্ঞ/১১৬/২৬

আমাদের কাছে যিশুর পবিত্র হৃদয়ের প্রত্যাশা প্রেম

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

৪৮ খ্রিস্টাব্দ। খ্রিস্টের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরের একটি ঘটনা। লিস্ত্রীয়া থেকে এ্যান্টিয়ক শহর পর্যন্ত রাস্তাটি কাঁকর বিছানো, উঁচু নীচু পর্বতময় এবং শ্বাপদসঙ্কুল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া হুহু করে বয়ে চলছে সেখানে। নির্জন ও বিপদজনক এই পথে একজন লোক একাকী দ্রুতপদে হেঁটে চলেছে। লোকটি ঈষৎ খর্বাকৃতি, তার চোখে মুখে সদ্য আঘাতের চিহ্ন, দেহে ক্লান্তির ছাপ। হ্যাঁ, মাত্র দু'দিন আগে তাকে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। আঘাতে আঘাতে লোকটি যখন অচেতন হয়ে পড়ল, তার শত্রুরা তখন মনে করল সে নিশ্চয়ই মারা গেছে, আর পাথর মারার দরকার নেই। তাই তারা তাকে নগরের শেষ প্রান্তে ফেলে দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটির জ্ঞান ফিরে পেল এবং উঠে দাঁড়াল। কোথা থেকে সে এক অসাধারণ মনোবল লাভ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে এ্যান্টিয়ক শহরের দিকে রওনা হল। দ্রুত আরও দ্রুতপদে চলতে লাগল সে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁকে পৌছাতেই হবে এশিয়া মাইনরের প্রখ্যাত এই এ্যান্টিয়ক শহরে। ঐ শহরের অধিবাসীদের কাছে তাকে প্রচার করতে হবে খ্রিস্টের নাম, গৌরব, আর খ্রিস্টীয় মহিমা। তাই তার পথ হাঁটার বিরাম নেই, নেই কোন ক্লান্তি, নেই ভয়। রাতে হয়তো কোন পর্বত গুহায় আশ্রয় নিতে হবে তাকে, কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় তার দেহ হয়তো বরফের মত ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে, কোন প্রকারের খাদ্যও হয়তো না-ও জুটতে পারে, তবু তাকে যেতেই হবে এ্যান্টিয়ক শহরে। পথের মধ্যে যদি কোন গ্রামের দেখা মেলে, তবে সেখান থেকে সে সংগ্রহ করে নেবে মেষের চামড়ার তৈরি এক টুকরো কাগজ আর তাতে লিখে রাখবে উদ্দীপনাময়ী আগুনঝরা কিছু বাণী- "খ্রিস্ট তোমাদের যেভাবে ভালোবেসেছেন, তোমরাও খ্রিস্টের সেই ভালোবাসার পথ অনুসরণ কর।" *(এফে ৫:২)* আর এই বাণী সে পাঠিয়ে দেবে তারই দীক্ষিত খ্রিস্টভক্তদের কাছে। এই ব্যক্তি কেউই নন, খ্রিস্টের অন্যতম দূত, খ্রিস্ট প্রেমে পাগল সাধু পৌল। সাধু পৌল ক্রুশে হত খ্রিস্ট যিশু ছাড়া আর কোন বিষয় জানতে ইচ্ছুক ছিলেন না *(১ করি ২:২)*। তিনি সর্বান্তকরণে উপলব্ধি করতেন খ্রিস্ট কত গভীরভাবে তাঁকে ভালোবেসেছেন, আর সেই ভালোবাসার কথা তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ব্যক্তও করেছেন। -"তিনি আমাকে ভালোবেসেছেন এবং আমার জন্য আত্মোৎসর্গও করলেন।" *(গালা ২:২০)* যিশুর এই মহোত্তম ভালোবাসার প্রতিদানে তিনি নিজে মনে প্রাণে তাঁকে ভালবাসতে প্রয়াসী হন এবং অপরের মনেও খ্রিস্টের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। খ্রিস্টকে কেউ ভালোবাসে না - এই চিন্তায় তিনি অহরহ মনে কষ্ট ভোগ করতেন। তাই, ফিলিপীয়দের কাছে তাঁর পত্রে তিনি সেই কথারই উল্লেখ করেন- "তোমাদের কাছে আমি বার বার বলেছি এবং এখনো অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলছি, অনেকেরই আচার ব্যবহারে বোঝা যায় যে, তারা খ্রিস্টের ক্রুশের শত্রু" *(ফিলি ৩১:৮)*। তাঁর একমাত্র কামনা ছিল- তিনি খ্রিস্টের জন্যই জীবনধারণ করবেন। "আমার পক্ষে খ্রিস্টেই জীবন" *(ফিলি ১:২১)*। যদি তাঁর মৃত্যু ঘটে তবে সে মৃত্যু হবে আনন্দের কারণ তার ফলে তিনি খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। কি জীবনে, কি মরণে খ্রিস্টের নাম গৌরবান্বিত হোক, এই ছিল তাঁর একমাত্র কামনা। খিস্টকে লাভ করার জন্য তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করেন। "খ্রিস্টকে লাভ করার জন্য আমি সবপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করে নিলাম, সব কিছুই আবর্জনা জ্ঞানে পরিত্যাগ করলাম" *(ফিলি ৩:৮)*। যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই প্রচার করেছেন খ্রিস্টের বাণী। সকলেই যেন খ্রিস্টের অনুগত ভক্ত হয়ে ওঠে - এজন্যে তিনি তিল তিল করে নিজেকে নিঃশেষ করেছিলেন *(২য় করি ১২:১৩)*। খ্রিস্টের সেবা ও তাঁর অনুকরণ, এই দুটি ছিল সাধু পৌলের অবিরত প্রচারের বিষয়বস্তু। "খ্রিস্টের সুযোগ্য সৈনিকের মত কষ্ট ভোগের অংশী হও"; *(২য় তিম ২:৩)* "খ্রিস্টের মনোভাব তোমাদের অন্তরেও বিরাজ করুক।" *(ফিলি ২:৫)* তাঁর জীবনের মহৎ আকাঙ্খা ছিল সকলকে খ্রিস্টপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা; (এফে ১:১০)... এবং "খ্রিস্টের নামে যেন আনত হয় প্রতিটি জানু *(ফিলি ২:২০)*। তাঁর এই আন্তরিক ইচ্ছাকে কাজে রূপায়িত করার জন্য তিনি যে কোন পরিস্থিতিতে হতোদ্যম হতেন না। তাঁকে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করা হয়েছিল, বহুবার জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, আটবার লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর দেহ জখম করে দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি খ্রিস্টের নাম প্রচার করতে বিরত হন নি। খ্রিস্টনাম প্রচারের এই যাত্রাপথে তিনি কত বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন- "নদীর উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে, পথে দস্যুর কবলে, স্বজাতির রোধে এবং বিজাতির উন্মত্তক্রোধের মধ্যে পতিত হয়েছি, নগরে প্রান্তরে, সমুদ্রে এবং ভণ্ড ভ্রাতৃগণের সৃষ্ট সংকটের মধ্যে পতিত হয়েছি; অনিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতে কষ্টভোগ করেছি" *(২য় করি ১১: ২৫-২৬)*। এই সব বাধা বিপত্তির মধ্যেও দ্বিগুণ উৎসাহে সর্বত্রই তিনি খ্রিস্টের বাণী প্রচার করেন এবং সমস্ত দুঃখকষ্ট খ্রিস্টের নামেই সহ্য করেন *(কল ১:২৪)*। তাঁর সমস্ত জীবন ও কর্মের সারকথা তাঁরই বাণীর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে; "খ্রিস্টই সর্বসর্বা" *(কল ৩:১১)*; "কাল, আজ এবং চিরকাল যিশুখ্রিস্ট একই আছেন" *(হিব্রু ১৩:১৮)*। যিশু হৃদয়ের প্রতি কিভাবে শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করতে হয় তা অনুধাবন করতে হলে, আমাদেরও সাধু পৌলের মত খ্রিস্টপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে, খ্রিস্টের সেবায় এবং খ্রিস্টের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে হবে। খ্রিস্টের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে হলে যিশুখ্রিস্টের মানবীয় সত্তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করতে হবে। সাধ্বী মার্গারেট মেরীর মতে "এই শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রধান লক্ষ্য হবে সকল মানুষ যেন তাঁরই প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়।" স্বয়ং যিশুও এই কথাই ব্যক্ত করেছেন। একথা তিনি তাঁর বহ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত হৃদয়খানি দেখিয়ে সাধ্বী মেরীকে বলেন "আমার এই হৃদয় মানুষের প্রেমসুধা পান করার জন্যে কি পরিমাণে তৃষ্ণার্ত, মানুষের প্রেমের স্পর্শ লাভ করার জন্য কতখানি ব্যগ্র, তা কি তুমি উপলব্ধি করতে পার?" তারপর তিনি মার্গারেটের কাছে ব্যক্ত করেন, মানুষের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের এটিই হল তাঁর শেষ চেষ্টা... অধিকাংশ খ্রিস্টভক্তের হৃদয়ে যে প্রেম নির্বাপিত, সেই প্রেম পুনঃপ্রজ্জলিত করার জন্য এটিই হল তাঁর অভিনব পন্থা... শ্রদ্ধা - ভক্তি নিবেদনের এই অভিনব পন্থার মাধ্যমেই তিনি সকল মানুষের হৃদয়ে তাঁর প্রেমের রাজা প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। যিশু আজ প্রতিটি মানুষের সামনে তাঁর বেদনাবিদ্ধ প্রেমকাতর হৃদয়খানি তুলে ধরে করুণ আবেদন জানাচ্ছেন - দেখ, এই হৃদয় তোমাকে কি গভীরভাবে ভালবেসেছে... আমার ভালবাসা প্রমাণ করার অন্য যা কিছু করা সম্ভব তাই-ই করেছি... তোমার জন্য আমি নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সহ্য করেছি, তোমার জন্যই মাথায় কাঁটার মুকুট পরেছি, ক্রুশ বহন করেছি, হাতে পায়ে পেরেক বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তোমার জন্যই আমার শেষ রক্তবিন্দুটুকু দান করেছি, আজও আমার রক্তঝরা অব্যাহত রয়েছে। আমার এই বিদীর্ণ হৃদয়ের প্রতি

(বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা: ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব হল আমাদের কাথলিক বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। একটি দেহের যেমন অনেক অঙ্গ থাকে এবং যদিও তাদের কাজ ভিন্ন ভিন্ন তথাপি তারা একই দেহের অংশ। এক একটি অংশ ভিন্ন কাজ নিয়ে থাকলেও একে অপরের সাহায্য ছাড়া চলে না এবং নিজেদের আলাদাভাবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তদ্রূপ ত্রিব্যক্তির মধ্যেও তেমন সম্পর্ক বিদ্যমান। সাধু আগষ্টিনের মনে এক সময় প্রশ্ন জেগেছিল কি করে তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর হয়। আর তার সে ব্যাপারে চিন্তার শেষ ছিল না। তিনি পরিশেষে একটি ঘটনার মাধ্যমে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঈশ্বরের অসীম প্রেম ও ক্ষমতায় এরূপ হওয়া সম্ভব বলে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এ ধরণের চিন্তা আসলে আমরা কিভাবে বিষয়টি সমাধান করি? জবাবে একথা বলা যেতে পারে, আমাদের মাথা কি দেহ থেকে আলাদা? পা কি ভিন্ন অংশ হিসাবে দেখি? এবং আত্মা/হৃদয় দেহের কি কোন সম্পূর্ণ আলাদা অংশ। আসলে সব অংশের কাজ ভিন্ন কিন্তু সেগুলোর দেহের মধ্যে অভিন্ন এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এখন স্পষ্টত বুঝতে পারি যে, ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের পারস্পরিক সম্পর্কও অনুরূপ। তারা পরস্পর অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তাই সাধু পল করিন্থীয়দের কাছে আশীর্বাণী করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশীর্বাদ, ঈশ্বরের ভালবাসা এবং পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা তোমাদের সকলের অন্তরে বিরাজ করুক *(২ করি ১৩:১৩)*।

ঈশ্বরঃ পবিত্র বাইবেলের ইতিহাস থেকে ঈশ্বরের মহা পরিত্রাণের পরিকল্পনা, পর্যায়ক্রমে তাঁর উপস্থিতি বিভিন্ন ঘটনাপুঞ্জি ধরে অগ্রসর হতে থাকে। তৎসঙ্গে ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠে সুমহান সম্পর্ক স্থায়িত্ব লাভ করে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায়। মানুষ ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থা নিয়ে অদ্যাবধি বেঁচে আছে।

এখানে উল্লেখ্য, আমাদের আদি পিতামাতা থেকে আরম্ভ করে আব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব ও সমগ্র জাতির পিতা হিসাবে ঈশ্বর যিনি, অসীম শক্তির অধিকারী তিনি। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর হয়ে ঈশ্বর আপন জাতি ইস্রায়েলদের গোড়াপত্তন থেকে পরবর্তীতে তার মহাগৌরব ও কীর্তির কথা ঈশ্বভক্তদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। ঈশ্বর সৃষ্টির প্রথম থেকেই আছেন। আর এ সত্য উপলব্ধি করার জন্য তিনি ইস্রায়েল জাতিকে মিসরের দাস্য কর্ম থেকে মুক্ত করার জন্য মোশীকে নিযুক্ত করেছিলেন। মোশী ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন, কে আমাকে পাঠিয়েছে- এ বিষয়ে আমি ইস্রায়েল সন্তানদের কি বলব? তার নাম কি? আমি তাদের কি উত্তর দিব? ঈশ্বর মোশীকে বললেন, "আমি, যে আছে সেই আছি" আরও বললেন, ইস্রায়েল সন্তানদিগকে এরূপ বলো, "আছি" তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করেছেন।" *(যাত্রা ৩ঃ৪)* ঈশ্বরকে কেউ কোন দিন দেখেনি। কিন্তু যিশুকে নিয়ে যারা জীবন যাপন করে তিনি তাদের মধ্যে থাকেন। যিশু বলেছেন, যদি কেউ আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তার মধ্যে থাকি তবে জীবনে অনেক ফল ধরে; কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না *(যোহন ১৫:৫)*।

যিশুর শিষ্য থোমা ও ফিলিপ পিতা ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করে সদিচ্ছা জানিয়ে পিতাকে দেখতে চেয়েছিলেন। যিশু উত্তরে বলেছিলেন, ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি তবুও কি আমাকে জানতে পারনি? যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকে দেখেছে।

যিশু আরো বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন? যে সব কথা আমি তোমাদের বলি তা আমি নিজের থেকে বলি না, কিন্দ পিতা, যিনি আমার মধ্যে থাকেন, তিনিই তাঁর কাজ করেছেন *(যোহন ১৪ঃ৯-১১)*।

যিশু খ্রিস্টঃ ঈশ্বর জগতকে এমন ভালবাসলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায় *(যোহন : ৩:১৬)*। যিশু খ্রিস্টই হলেন ঈশ্বরের বাক্য এবং বাক্য ঈশ্বরের প্রকাশ। বাক্যই আজ আমাদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রকাশ করে। "আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন। *(যোহন- ১ঃ১.১৪)* যিশুর বারশিষ্যের একজন টমাস পুনরুত্থিত যিশুকে দেখে বলেছিলেন, "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার।"

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা: আমরা জানি ঈশ্বর অনেক ভাববাদীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, একজন মুক্তিদাতা আসবেন যেমন-ইব্রাহিম, দায়ুদ, যিশাইয়, মীখাইল প্রত্যেকের কাছে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। যিশু খ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে আগমন দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সকল পূর্ণ হল তাই পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, "এই সকল ঘটিল, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বাক্য পূর্ণ হয়।" *(মথি ১ঃ২২)* যিশু খ্রীষ্টের

ঈশ্বরত্বঃ শিমোন পিতর সাক্ষ্য দেন যে যিশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র (১৬:১৪-১৬) স্বর্গ দূত সাক্ষ্য দেন যিশু ঈশ্বরের পুত্র-কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে *(লুক ১:৩৫)*। যিশু বলেছেন, "আমি ও পিতা, আমরা এক।" *(যোহন ১০:৩০)* যিশু বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় ধ্বণিত হল- "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এতেই আমি প্রীত, এর কথা শুন" *(মথি ১৬:৫)*। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর পুত্রকে "ঈশ্বর বলে সম্বোধন করেছেন *(হিব্রু ৯:৮)*।

পবিত্র আত্মাঃ পৃথিবী ঘোর ও শূণ্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিত করছিল *(আদি ১:২)*। যোয়েল ভাববাদী বলেছেন, "আর তৎপরে এইরূপ ঘটবে, আমি মত্যমাত্রের উপরে আমার আত্মা সেচন করব *(যোয়েল ২ঃ২৮)*।

পবিত্র আত্মার উপস্থিতি মারীয়াকে দূত দ্বারা দর্শন এবং পবিত্রআত্মার প্রভাবে মারীয়ার গর্ভধারণ-(লুক ৯:৩৫), যোসেফ মারীয়াকে ত্যাগ করতে চেয়েও শেষে দূতের দর্শনের জন্য পারেননি- *(মথি ১:২০-২১)*, যিশুর জন্ম-মথি ১:১৮। প্রভু যিশুর দীক্ষাস্নান-লুক ৪:১। পবিত্রআত্মায় যিশু অভিষিক্ত-লুক ৪:১৮-১৯। প্রেরিতদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণ-প্রেরিত ২:১-৪১। পবিত্রআত্মা আমাদের মধ্যে কি করবেন-যোহন ১৪:১৫-২৫। "সব অবস্থার মধ্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ো, কারণ খ্রিস্ট যিশুর মধ্য দিয়ে তোমাদের জন্য তা-ই ঈশ্বরের ইচ্ছা। পবিত্রআত্মাকে নিভিয়ে ফেলো না।" (১ ফিলিপীয় ৫:১৬-১৯) পবিত্রআত্মার দান সমূহ-রোমীয় ১২:৩-৮; আত্মায় ও সত্যে উপাসনা-যোহন ৪:২৩-২৪। পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে যিশুর প্রতিজ্ঞা-যোহন ১৪:১৫ ঈশ্বরের আত্মাকে চিনবার উপায়-১ যোহন ৪:১-৬।

যিশু নিজেই উক্তি করেছেন তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়। আর আমাদের আদেশ দিয়েছেন আমরা যেন তাঁর আদেশ

পালন করি। তিনি বলেছেন, "তোমরা যাও, পিতা, পুত্র ও পবিত্রআত্মার নামে সমগ্র মানুষকে দীক্ষা দাও।" *(মথি ২৮:১৯-২০, লুক ১:৩৫)*।

যিশুর দিব্যরূপ ধারণ: (মার্ক ৯ঃ২-১৩, লুক ৯ঃ৩২-৩৬) এসবই অন্তর্জগতের একটি ঘটনার বহিঃপ্রকাশ। সে ঘটনা হল পবিত্র আত্মার মধ্যে "পরম পিতার সঙ্গে পরম পুত্রের মিলন।" ঘটনাটি যিশুর দীক্ষা/জীবন ব্রতের মহিমাময় নিদর্শন। শুধু তাই নয়, মধুর ভালবাসার যে জগতে পিতা ও পুত্র একজন আর এক জনের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ এই ঘটনায় সেই জগতের আভাসও আমরা পাই।

পরিশেষে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের পারস্পরিক সম্পর্কের আমাদের প্রতিদিন খ্রিস্টের স্মরণ উৎসবে যে সব বিষয় পুরোহিতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উচ্চারণ করি তারই ক্ষাণিকটা এরূপ :

খ্রিস্টযাগের প্রারম্ভে পুরোহিত উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে আহ্বান জানান এই বলে - প্রভু যিশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণা তোমাদের মধ্যে বিরাজ করুক। ভক্তবৃন্দ উত্তর দেন-আমেন অর্থাৎ তাই হোক/পবিত্র হোক। পবিত্র ত্রিত্বের প্রশংসা করি-

খ্রিস্টেরই নামে, পবিত্র আত্মায় সম্মিলিত তোমার জনগণের মাঝে হে পুণ্যময় পিতা, যুগ যুগ ধরে তোমার গৌরব ও মহিমা হোক। সকলে আমেন।

পবিত্র ত্রিত্বের নামে প্রভুর মিলন ভোজ শুরু হয় আবার পবিত্র ত্রিত্বের আশীর্বাদে আমরা জীবনে প্রভুর প্রেমে বাস করতে সক্ষম হব বলে পুরোহিত উচ্চারণ করেন- সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ ও নিত্যবিরাজ করুন। সকলে - আমেন।

(৮ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

একবার দৃষ্টিপাত কর, দেখতে পাবে এই হৃদয় তোমাকে ভালবাসার জন্য কতখানি ব্যাকুল। আমার প্রতি তোমার মনে কি এতটুকু করুণা জাগে না? আমার প্রতি তোমার মনে কি সামান্যতম ভালবাসার উদ্রেক হয় না? তোমার ভালবাসা পাওয়ার জন্য খ্রিস্টের এই মর্মস্পর্শী আবেদন কি তোমার কর্ণগোচর হয় না? তুমি সে আবেদনে সাড়া দেবে না? আর কতদিন তুমি উদাসীন হয়ে থাকবে? আর কতদিন তাঁর আবেদন না শোনার ভান করে থাকবে? না, আর নয়, চলে এস তাঁর কাছে, নিজেকে সঁপে দাও তাঁর চরণে, তোমার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সবই নিবেদন কর তাঁর রক্তঝরা চরণতলে, আর ভক্তিচিত্তে প্রার্থনা কর, "প্রভু, তুমি তোমার হৃদয় উজাড় করে আমাকে ভালবেসেছ, আজ থেকে আমিও কি সুখে, কি দুঃখে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসব। তোমার ভালবাসার প্রতিদানে তোমাকে জানাব আমাদের ভালবাসা।" সাধু প্যাট্রিকের এই খ্রিস্টস্তুতিটি ভক্তিভরে আবৃত্তি করি। খ্রিস্ট আমার সহবর্তী। খ্রিস্ট আমার অগ্রবর্তী। খ্রিস্ট আমার পশ্চাদবর্তী। খ্রিস্ট আমার অন্তরে। খ্রিস্ট আমার নিম্নদেশে। খ্রিস্ট আমার উর্ধাকাশে। খ্রিস্ট আমার দক্ষিণ পার্শ্বে। খ্রিস্ট আমার বামপার্শ্বে। খ্রিস্ট আমার গৃহকোণে। খ্রিস্ট আমার পথিমধ্যে। খ্রিস্ট আছেন মন্দিরে। খ্রিস্ট আছেন ক্রীড়াক্ষেত্রে। খ্রিস্ট আমার কর্মক্ষেত্রে। খ্রিস্ট আমার পাঠাগারে। খ্রিস্ট আমার শুভাকাঙ্খীর অন্তরে। খ্রিস্ট আমার উপদেষ্টার ওষ্ঠাধারে। খ্রিস্ট আমার দ্রষ্টার দুই চক্ষুতে। খ্রিস্ট আমার শ্রোতার কর্ণকুহরে। এই প্রার্থনাটি এমন একজন ব্যক্তির, যিনি ছিলেন খ্রিস্টের অনুগত ও তাঁর পরম প্রিয়পাত্র, যিনি ছিলেন খ্রিস্ট প্রেমে বিমোহিত এবং যার কাছে খ্রিস্টই ছিলেন জীবনের সর্বস্ব। আমাদের প্রতি প্রেমে উদ্দীপ্ত যিশুহৃদয়, আমাদের হৃদয় তোমার প্রতি প্রেমে উদ্দীপ্ত কর। ৯

স্মৃতিতে অম্লান তোমরা

প্রয়াত মৌ গোমেজ

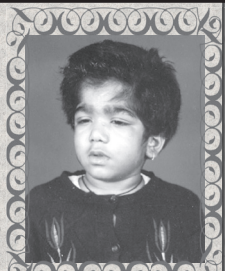

জন্ম : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ জুন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : মাটিভাঙ্গা, পটুয়াখালী (পাদ্রীশিবপুর)

১৯তম মৃত্যু বার্ষিকীতে তোমাকে মনে পড়ে,
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে

অতি আদরের মা মৌ,
দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই কষ্টেভরা বেদনার দিন ১২ জুন, যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আশ্রয় নিলে পরম পিতার কাছে। দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করে গেলে। কি করে ভুলব তোমাকে? বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি করুণাময় পিতা পরমেশ্বর যেন স্বর্গের অনন্ত সুখ, শান্তি দান করেন তোমার আত্মার কল্যাণে।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মারীয়া গোমেজ (আন্টি)
বাবা : রমেশ গোমেজ
মা : কাকলী গোমেজ

প্রয়াত রবিন গোমেজ

জন্ম : ২১ জানুয়ারি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০৯ জুন ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : মাটিভাঙ্গা, পটুয়াখালী (পাদ্রীশিবপুর)

বাবা,
দেখতে দেখতে ৩১টি বছর কেটে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার কোলে স্থান করে নিয়েছ। আজও আমরা বেদনাবিধূর হৃদয়ে তোমাকে স্মরণ করছি বাবা। স্মৃতির মণিকোঠায় জমানো তোমার স্মৃতিগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের কাঁদায়। তুমি যে আমাদের মাঝে নেই, এই নির্মম সত্যটি মেনে নিতে এখনো বড়ই কষ্ট হয় বাবা। প্রতিটি মুহূর্তে তোমার শূন্যতা অনুভব করি। তোমার স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকবে সারা জীবন তোমার আদরের সন্তানদের হৃদয়ে। তোমাকে আমরা কোনদিন ভুলব না বাবা। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ, নম্রতা, ত্যাগ ও কর্মময় জীবন অনুসরণপূর্বক সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করি।
সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন তোমাকে স্বর্গের অনন্ত শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মারীয়া গোমেজ
ঢাকা

বিজ্ঞ/১১৭/২৬

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও কাথলিক চার্চের ভবিষ্যৎ দায়বদ্ধতা

ইম্মানুয়েল চয়ন বিশ্বাস

বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার ইতিহাস বহন করে। নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা কিংবা বন্যা-এসব আমাদের জীবনের অংশ হয়ে গেছে বহু আগে থেকেই। কিন্তু গত এক দশকে প্রকৃতির এই রূপ যেন আরও অস্থির, আরও নির্মম হয়ে উঠেছে। ঋতুর স্বাভাবিকতা হারিয়ে যাচ্ছে, কৃষকের জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ছে, উপকূলের মানুষ প্রতিনিয়ত ঘর হারাচ্ছে, শহরে বাড়ছে জলাবদ্ধতা ও তাপদাহ। জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর কেবল পরিবেশগত সংকট নয়; এটি মানুষের জীবন, মর্যাদা, অর্থনীতি, খাদ্যনিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যতের অস্তিত্বের প্রশ্ন।

বিশ্বের সবচেয়ে কম কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর একটি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা, অনিয়মিত বৃষ্টি এবং দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহ ইতোমধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের বহু পরিবার বছরের পর বছর বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আঘাতে ভিটেমাটি হারিয়ে শহরমুখী হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি নীরবে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোকে বদলে দিচ্ছে।

এই বাস্তবতায় প্রশ্ন জাগে; ***মানবতার সেবায় নিবেদিত কাথলিক চার্চ কি এ ব্যাপারে করতে পারে?***

বাংলাদেশের কাথলিক চার্চ দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, মানবিক সহায়তা, সামাজিক উন্নয়ন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চার্চ পরিচালিত স্কুল, হাসপাতাল, সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম ও মানবিক সহায়তা মানুষের জীবনে আশার আলো জ্বালিয়েছে। দুর্যোগকালে ও পরবর্তীতে চার্চের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সাহস ও সহমর্মিতার সঙ্গে।

কিন্তু এখন সময় এসেছে আরও গভীর ও দূরদর্শী ভূমিকা গ্রহণের। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন কেবল একটি পরিবেশগত ইস্যু নয়; এটি ন্যায়বিচারের প্রশ্ন, মানব মর্যাদার প্রশ্ন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি নৈতিক দায়িত্বের প্রশ্ন।

পোপ ফ্রান্সিস তাঁর ঐতিহাসিক সর্বজনীনপত্র এনসাইক্লিক্যাল 'Laudato Si'-তে পৃথিবীকে "আমাদের অভিন্ন বাসভূমি" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, পরিবেশ ধ্বংস এবং দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতিকে রক্ষা করা মানে কেবল গাছ লাগানো নয়; বরং এমন একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি একসঙ্গে টিকে থাকতে পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আহ্বান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ যাদের অনেকেই চার্চের প্রৈরিতিক ও সামাজিক কাজের আওতাভুক্ত। তাই চার্চের প্রতিটি ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক উন্নয়ন সংস্থাকে এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে যে, জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এখন বিশ্বাসেরও অংশ।

গত বছর ফিলিপাইনে একটি সফরে গিয়ে আমি একটি অনন্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। ফিলিপাইনের সাউদার্ন লেইতে অবস্থিত মায়াসিন ধর্মপ্রদেশ (Diocese of Maasin) বিশ্বব্যাপী এক উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের প্রথম কাথলিক ধর্মপ্রদেশ হিসেবে তারা তাদের সকল ৪২টি ধর্মপল্লীতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করেছে। এই উদ্যোগ শুধু পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করেনি, বরং চার্চের বিদ্যুৎ ব্যয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে। তাদের মতে, আগামী ২৫ বছরে এই উদ্যোগ প্রায় ১৯১ মেট্রিক টন কার্বন নিঃসরণ প্রতিরোধ করবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভাটিকানও এই উদ্যোগকে "Integral Ecology"-এর একটি বৈশ্বিক আদর্শ চর্চা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই উদাহরণ প্রমাণ করে যে, চার্চ চাইলে বিশ্বাস, দায়বদ্ধতা ও বাস্তব উদ্যোগের সমন্বয়ে পরিবেশ সুরক্ষা এবং টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণে কার্যকর নেতৃত্ব দিতে পারে। সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার, শক্তি সাশ্রয়ী ব্যবস্থা, পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা এবং ন্যায়ভিত্তিক জ্বালানি রূপান্তর নিয়ে তারা শুধু কাজই করছে না; বরং সমাজে শক্তিশালী সচেতনতা ও নীতিগত প্রভাবও তৈরি করছে।

তখন মনে হয়েছে; ***বাংলাদেশেও কি এমন উদাহরণ তৈরি করা সম্ভব নয়?***

অবশ্যই সম্ভব। বরং কাথলিক চার্চের সাংগঠনিক শক্তি, বিশ্বাসভিত্তিক প্রভাব এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ এই পরিবর্তনের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

প্রথমত, চার্চ নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই "Green Church" ধারণা চালু করতে পারে। ধর্মপল্লী, কনভেন্ট, স্কুল, কলেজ, সেমিনারি ও অফিসগুলোতে ধীরে ধীরে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে। বাংলাদেশে এখন সৌরবিদ্যুৎ প্রযুক্তি আগের তুলনায় অনেক বেশি সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী। বিদ্যুৎ ব্যয় কমানোর পাশাপাশি এটি পরিবেশ সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দ্বিতীয়ত, চার্চ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিবেশ ও জলবায়ু শিক্ষা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। শুধু পাঠ্যবইভিত্তিক শিক্ষা নয়; বরং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা, সৃষ্টিজগতের প্রতি সম্মান এবং টেকসই জীবনযাপনের চর্চা গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি স্কুল ক্যাম্পাস হতে পারে ছোট্ট একটি পরিবেশবান্ধব মডেল-যেখানে থাকবে বৃক্ষরোপণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্লাস্টিক ব্যবহার হ্রাস, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, লাউদাতো সি কর্ণার, এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার। প্রতি বছর যদি গড়ে দশ লক্ষ শিক্ষার্থীও প্রকৃতি প্রতি যত্নবান হওয়ার এই শিক্ষাগুলো নিয়ে জীবনের পরবর্তী ধাপে যায়, সেটিও এদেশে দীর্ঘমেয়াদে পরিবর্তনের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

তৃতীয়ত, চার্চের ধর্মীয় প্রচার ও প্রৈরিতিক কার্যক্রমেও পরিবেশ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। রবিবারের খ্রিস্টযাগে, যুবসমাজের অনুষ্ঠানে, পরিবারভিত্তিক প্রার্থনা অনুষ্ঠানে কিংবা ধর্মীয় প্রশিক্ষণে "সৃষ্টিজগত রক্ষা" বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কারণ বিশ্বাসের ভাষা মানুষের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। যখন মানুষ উপলব্ধি করবে যে পরিবেশ রক্ষা ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব, তখন পরিবর্তন আরও দ্রুত আসবে।

চতুর্থত, কাথলিক চার্চ জাতীয় পর্যায়ে নীতিগত অ্যাডভোকেসিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা, নগরায়ন, জ্বালানি নীতি এবং

জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে চার্চের নৈতিক অবস্থান শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বাস্তুচ্যুতি, পরিবেশগত ন্যায়বিচার এবং টেকসই উন্নয়নের বিষয়ে চার্চ আরও সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। যদিও চার্চ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়, তদুপরি, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তাদের উপস্থিতি সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

এক্ষেত্রে Episcopal Commission for Promoting Integral Human Development/Episcopal Commission for Justice and Peace গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দিতে পারে। কমিশনের অধীনে থাকা Climate Change ডেস্ক দেশব্যাপী একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে, যেখানে ধর্মপ্রদেশভিত্তিক জলবায়ু কর্মপরিকল্পনা, পরিবেশবান্ধব চার্চ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, যুব সম্পৃক্ততা এবং অ্যাডভোকেসি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো; চার্চ উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে এবং এটা সম্ভব। কারণ মানুষ কথার চেয়ে কাজ দেখে বেশি শিক্ষা গ্রহণ করে। যখন একটি চার্চ ক্যাম্পাস সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করবে, পরিবেশ প্লাস্টিকমুক্ত হবে, বৃক্ষরোপণ করবে এবং টেকসই জীবনযাপনের চর্চা করবে, তখন সমাজ সেটিকে অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখবে এবং চার্চের সদস্যরাও সেটি অনুশীলনে ধাবিত হবে।

বাংলাদেশের কাথলিক চার্চ সংখ্যায় হয়তো ছোট; কিন্তু নৈতিক প্রভাব, সাংগঠনিক উপস্থিতি এবং মানবিক কাজের দিক থেকে এবং জাতীয় উন্নয়নের অংশীদারিত্বে তার গুরুত্ব অনেক বড়। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের এই সংকটময় সময়ে চার্চ শুধু প্রার্থনার স্থান হয়ে না; বরং আশার বাতিঘর, সার্বিক ন্যায়বিচারের কণ্ঠস্বর এবং টেকসই ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক হতে পারে।

পৃথিবী আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এই সময়ে চার্চ যদি সাহসী ও দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে তা শুধু পরিবেশ রক্ষাতেই নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই বাংলাদেশ গড়তেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

কারণ পৃথিবী আমাদের সম্পত্তি নয়; এটি আমাদের সন্তানের কাছ থেকে ধার নেওয়া একটি আমানত।

ঈশ্বরের কাছে এসো, তিনিও তোমাদের কাছে কাছে আসবেন। (যাকোব ৪:৮ পদ)

ক্ষুদিরাম দাস

শিরোনামটি আমাদের সকলের জন্যে একটি আহ্বানমূলক বাক্য। এই আহ্বানে আমাদের সকলের সাড়া দেয়া উচিত। উপলব্ধি করা উচিত যে, ঈশ্বরের সান্নিধ্য আমাদের সকলের জন্যেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা যখন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বা তার কাছাকাছি যাবো, তখন তিনিও আমাদের পাশে থাকবেন। আর এই বাক্যটি প্রতিটি মানুষের জন্যে উপলব্ধির বিষয়। একটি খ্রিস্টীয় পরিবার, মণ্ডলীর জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একটি পরিবার যদি সম্মিলিতভাবে ঈশ্বরের কাছে থাকার চেষ্টা করে, তাহলে সেই পরিবারে ঈশ্বরও উপস্থিত থাকেন।

আমাদের পিতা ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর কাছাকাছি থাকি। আর এর একটা উপায় হলো প্রার্থনাশীল জীবনযাপন করা। পিতা ঈশ্বর আমাদেরকে অবিরত প্রার্থনা করতে বলেন। "নিত্যই আনন্দে থাক; অবিরত প্রার্থনা কর; সবকিছুতেই ধন্যবাদ - স্তুতি জানাও - খ্রীষ্টযীশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা। আত্মাকে নিভিয়ে দিয়ো না। *(১ থেসালনীকীয় ৫:১৬-১৯)*।" ঈশ্বরের কাছে আসার জন্যে এই গুণগুলো আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা পিতা ঈশ্বর আমাদের মনের চিন্তা ও উদ্বেগ শোনার জন্যে আগ্রহী। আমরা যখন পরিবারের সঙ্গে প্রার্থনায় মিলিত হই, তখন আমরা দেখতে পাবো যে, ঈশ্বর আমাদের কাছে কতটা বাস্তব। "কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা ও মিনতি দ্বারা ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে তোমাদের সকল যাচনা ঈশ্বরের কাছে জানাও। তবে ঈশ্বরের সেই শান্তি, যা সমস্ত ধারণার অতীত, তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্টযীশুতে রক্ষা করবে *(ফিলিপীয় ৪:৬-৭)*।" আমরা যেমন প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলি, তেমনি আমাদেরও তাঁর কথা শুনতেও হবে। তাঁর পবিত্র বাণী পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর কথা শুনতে পারি। আমাদের পবিত্র শাস্ত্র থেকে আমরা যা কিছু শিখি, তা নিয়ে আমাদের ধ্যান করা উচিত। তাহলে আমরা ঈশ্বরের কথা শুনতে পাই। তাছাড়া ঈশ্বরের কথাগুলো শোনার নিয়মিত মণ্ডলীর বিভিন্ন সভাগুলোতে আমাদের যোগদান করা উচিত। যখন কেউ আমাদের উপাসনার জন্যে আহ্বান করে, তখন আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেউ কেউ রয়েছে খুবই বিরক্ত হয় অথবা ব্যস্ততার অজুহাত দেখায়। এ রকম হলে তো ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শক্তিশালী হবে না। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ককে শক্তিশালী করার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো, অন্যদের কাছে ঈশ্বর সম্পর্কে অন্যদের কাছে বলা। আমরা যত বেশি তাঁর সম্পর্কে ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রচার করবো; ততবেশি ঈশ্বর পাশে রয়েছি বলে উপলব্ধি করতে পারবো।

আমাদের এমন পরিবার গঠন করা উচিত, যেন ঈশ্বর আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ হয়ে উঠতে পারে। অতএব, এজন্যে আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে পরিবারের সম্পর্ককে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা উচিত। *দ্বিতীয় বিবরণ* ৬:৬-৭ এ বলা আছে যে, "এই যে সকল বাণী আমি আজ তোমার জন্য জারি করি, তা তোমার হৃদয়ে স্থির থাকুক। তা তুমি তোমার সন্তানদের বারবার বলবে, এবং ঘরে বসে থাকার সময়ে, পথে চলার সময়ে, শোয়ার সময়ে ও ওঠার সময়ে এ সম্বন্ধে কথা বলবে।" অতএব, সবসময় ঈশ্বর সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের বলা উচিত। মার্ক ১২ অধ্যায় ৩০ পদে রয়েছে, "আর তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে আর তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে।" সুতরাং আমরা যেন প্রভুকে ভালোবাসি; আর আমাদের ভালোবাসা যেন সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন ও সমস্ত শক্তি দিয়ে হয়। তাহলে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারবো।

আমাদের প্রত্যেকের বিবাহিত জীবনে ঈশ্বরকে সঙ্গী হিসেবে রাখলে, তা আমাদের পরস্পরের বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করবে। "যেখানে একজন একা হয়ে পরাস্ত হয়, সেখানে দুজন প্রতিরোধ করবে। ত্রিগুণ সুতো তত শীঘ্রই ছেঁড়ে না! *(উপদেশক ৪:১২)*।" সুতরাং আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত; তাহলে শয়তান আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। যদি আমরা তাঁর পথানুসরণ করতে পারি, তাহলে

তিনি আমাদের উপকারজনক শিক্ষা দান করবেন এবং তার পথে আমাদের পরিচালিত করবেন।

ঈশ্বরের কাছে আসার জন্যে মা-বাবা হিসেবে সন্তানদের উপর অধিকার দিয়ে থাকেন। সে হিসেবে সন্তানদের লালন-পালন করা উচিত এবং সন্তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করা উচিত। যেন তারা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার পাশাপাশি যেন জগতের গ্রহণযোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সম্মান করা মানে হলো- সমাদর, গৌরব, সশ্রদ্ধ খাতির বা মর্যাদা। আবার গুরুত্ব দেয়া, ভার দেয়া। তাই ঈশ্বর চান যেন আমরা বাবা-মাকে সম্মান, গুরুত্ব, মূল্য, সময় ও মনোযোগ দেই, তাদের গ্রহণ করি, ভালোবাসি, তাদের অবদান ও ভূমিকার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, তাদের প্রতি বাধ্য থাকি। "তোমার পিতা ও মাতাকে গৌরব আরোপ করবে *(যাত্রাপুস্তক ২০:১২)*।" তারা আমাদের জন্য অনেক ত্যাগ-স্বীকার ও সর্বোচ্চ ভাল করার চেষ্টা করছেন। তারা আমাদের শিকড় ও আমাদের উৎস, যেখান থেকে আমরা আসি। "যে কেউ নিজ পিতা বা নিজ মাতাকে আঘাত করে, তার প্রাণদণ্ড হবে *(যাত্রাপুস্তক ২১:১৫)*।" অতএব, আমাদের সতর্কতার সাথে জীবনযাপন করতে হবে। আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে ভালোবাসতে পারি, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারি, তাদের কথা শুনতে পারি, তাদের যত্ন নিতে পারি, তাদের সাথে সম্পর্কে থাকতে পারি ও তাদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে পারি। ঈশ্বরের কাছে একটি পরিবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সকলের সুস্থতা বা শান্তিতে থাকা, পিতামাতার সম্পর্ক যেন হতে পারে সেবা-যত্ন পাওয়ার স্থান। কেননা পরিবারই সমাজের ভিত্তি। পরিবারের অবস্থার উপর নির্ভর করে সমাজের অবস্থা। বাবা-মাকে সম্মান করলে মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু হবে।

প্রত্যেক সন্তানের উচিত মা-বাবার বাধ্য থাকা বা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এটা প্রভুর আদেশ, যেন সন্তানেরা মা-বাবার বাধ্য হয়ে চলে। ঈশ্বর সন্তানদের অনেকদিন বেঁচে থাকার আশীর্বাদ করেছেন, যদি সন্তানেরা মা-বাবার বাধ্য থাকে। "সন্তানেরা, প্রভুতে তোমার পিতামাতার বাধ্য হও, কারণ তা ধর্মসম্মত। তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সম্মান কর, এটিই সেই প্রথম আজ্ঞা যার সঙ্গে একটি প্রতিশ্রুতি যুক্ত আছে। যেন তোমার মঙ্গল হয়, ও তুমি দেশে দীর্ঘজীবি হও *(এফেসীয় ৬:১-৩)*।" সুতরাং ঈশ্বর প্রভুকে খুশি রাখতে হলে মা-বাবার বাধ্য থাকা উচিত। *কলসীয় ৩:২০* পদে রয়েছে, "সন্তানেরা, তোমরা সবকিছুতে পিতামাতার বাধ্য হও; তা ঈশ্বরের সন্তোষজনক।"

কিন্তু আমরা আশেপাশে তাকালে দেখতে পাই যে, অনেক মা-বাবা সন্তানের সাথে খারাপ ব্যবহার করে থাকে; যা' সন্তানেরা মোটেও আশা করে না। অনেক মাতাল বাবা নিজের সন্তানদের জীবন ধ্বংস করে দেয়। কোনো কোনো পিতামাতা এমনও ব্যবহার করে যা' সন্তানের চেতনাকে নষ্ট করে বা অসুস্থ করে তোলে, সন্তানের আত্ম-সম্মান নষ্ট করে; যা সন্তানের স্বাস্থ্যের বা জীবনের জন্যে হুমকিস্বরূপ। কোনো কোনো মা-বাবাকে দেখা যায় গালাগালি, আবেগীয় যন্ত্রণা, ভয়ঙ্কর বা ক্ষতিকর শারীরিক অত্যাচার, ভয়ভীতি বা হিংস্রতা প্রদর্শন করে। "আর তোমরা পিতারা তোমাদের সন্তানদেরকে ক্ষুব্ধ করো না, বরং প্রভুর শিক্ষা ও শাসনের পথে তাদের মানুষ কর *(এফেসীয় ৬:৪)*।" সন্তানদের কোনোভাবেই ক্রুদ্ধ করানো উচিত নয়। কেননা তাতে সন্তানরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারবে না।

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৬ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ শুক্রবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের পর্ব মহাসমারোহে পালিত হবে। এই পর্বে পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান ৫০০ (পাঁচশত) টাকা খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান ২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র। এই পর্বীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করতে এবং পর্বীয় আশীর্বাদ গ্রহণ করতে আপনারা সবাই সাদরে আমন্ত্রিত।

শুভেচ্ছান্তে,
পাল পুরোহিত, সহকারী পাল পুরোহিত ও পালকীয় পরিষদ
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, কালীগঞ্জ

বি:দ্র:- স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমেও আপনারা পর্বকর্তা ও খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান দিতে পারবেন।

পর্বের নভেনার খ্রিস্টযাগ	পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ
নভেনা: ১৭-২৫জুন,২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ	২৬ জুন, শুক্রবার, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ
সকাল: ৬:০০ মিনিট	১ম খ্রিস্টযাগ: সকাল ৬:৩০ মিনিট
বিকাল: ৪:৩০ মিনিট	২য় খ্রিস্টযাগ: সকাল ৯:০০ টায়

বিজ্ঞ/১১৫/২৬

দীক্ষাস্নানের প্রস্তুতিমূলক পথ (ক্যাটেকুমেনাল পাথওয়েজ) কি? বিবাহিত জীবনের জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এর সফলতা এবং ভবিষ্যৎ করণীয়

আগষ্টিন ডি' ক্রুজ

"Catechumenal Pathways" ক্যাটেকুমেনাল পাথওয়েজ মূলত কাথলিক মণ্ডলীর (Catholic Church) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং ধর্মশিক্ষামূলক প্রক্রিয়া। বাংলায় একে সাধারণত "ধর্মানুপ্রবেশ পদ্ধতি" (Method of Conversion) বা "দীক্ষাস্নানের প্রস্তুতিমূলক পথ" বলা চলে।

কাথলিক মণ্ডলীর পরিভাষায় এর মূল এবং প্রাতিষ্ঠানিক নাম হলো Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA), যা বর্তমানে সংস্কারের পর Order of Christian Initiation of Adults (OCIA) নামে পরিচিত।

নিচে কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা, ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় অনুশাসনের (Canon Law) আলোকে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হলো:

১। "ক্যাটেকুমেন" (Catechumen) শব্দের অর্থ ও পটভূমি

"ক্যাটেকুমেন" শব্দটি গ্রীক শব্দ (Katekhoumenos) থেকে এসেছে, যার অর্থ "যাকে মৌখিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে: বা "শ্রোতা"।

- কাথলিক মণ্ডলীতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি (সাধারণত ৭ বছর বা তার ঊর্ধ্বে) যখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে চান, তখন তাকে সরাসরি দীক্ষাস্নান (Baptism) দেওয়া হয় না।
- তাকে প্রথমে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস, কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা এবং খ্রিস্টীয় জীবনধারা সম্পর্কে গভীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এই প্রস্তুতিমূলক সময়ে ওই ব্যক্তিকে "ক্যাটেকুমেন" বা দীক্ষার্থী বলা হয়। আর এই পুরো যাত্রাপথকে বলা হয় "Catechumenal Pathways."
- পোপ ফ্রান্সিস ২০২২ খ্রিস্টাব্দে "Catechumenal Pathways for Married Life" নামে একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছেন।

২। কাথলিক মণ্ডলীতে এই পথের গুরুত্ব

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার (Vatican II) পর মণ্ডলী আদি খ্রিস্টীয় সমাজের এই ঐতিহ্যকে পুনরায় সক্রিয় করে তোলে। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসারে দীক্ষাস্নান কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি হৃদয়ের আমূল পরিবর্তন (Metanoia)। এই পরিবর্তনের জন্য "Catechumenal Pathways" অপরিহার্য। কারণ:

- বিশ্বাসের পরিপক্কতা (Maturity of faith): এটি কেবল কিছু নিয়মকানুন মুখস্থ করা নয়; বরং ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্যের সাথে পরিচয় এবং খ্রিস্টকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করার পথ।
- যাজকীয় যত্ন (Pastoral care): মণ্ডলী এই সময়ে ওই ব্যক্তিকে দুইজন Sponsor বা ধর্মপিতামাতা প্রদান করে, যারা তাকে আধ্যাত্মিক যাত্রায় পথ দেখান।

৩। "Catechumenal Pathways" এর ৪টি প্রধান ধাপ (Stages)

Catholic Liturgy বা উপাসনাপদ্ধতি অনুসারে এই পুরো প্রক্রিয়াটি চারটি সুনির্দিষ্ট ধাপে সম্পন্ন হয়:

ক) প্রাক-ক্যাটেকুমেনাত (Pre-Catechumenate/ Period of Evangelization)

- ***উদ্দেশ্য:*** এটি অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার সময়। একজন অ-খ্রিস্টান ব্যক্তি যখন খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন, তখন তিনি মণ্ডলীর কাছে আসেন।
- ***কাজ:*** এখানে মূলত যিশুর সুসমাচার প্রথমবার ঘোষণা করা হয় এবং ব্যক্তির মনে বিশ্বাসের প্রাথমিক বীজ বপন করা হয়।

খ) ক্যাটেকুমেনাত (Period of the Catechumenate)

- ***উদ্দেশ্য:*** এটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার দীর্ঘ সময় (কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত হতে পারে)।
- ***কাজ:*** একটি বিশেষ উপাসনার মাধ্যমে ব্যক্তিকে "ক্যাটেকুমেন" হিসেবে মণ্ডলী বরণ করে নেয়। এই ধাপে কাথলিক মণ্ডলীর ডগমা (Dogma), নীতিশিক্ষা, প্রার্থনা এবং পবিত্রতা সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা দেওয়া হয়।

গ) আধ্যাত্মিক পরিশোধন ও আলোকায়ন (Period of Purification and Enlightenment)

- ***উদ্দেশ্য:*** এটি সাধারণত খ্রিস্টীয় "মহাতপস্বীকাল" (Lent) সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।
- ***কাজ:*** সাধারণত ইস্টার বা পুনরুত্থান পর্বের আগের এই সময়টাতে দীক্ষার্থীবৃন্দকে উপবাস, প্রার্থনা এবং আত্মানুসন্ধানের (Saul searching) মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। এই সময়ে মণ্ডলীর বিশপ বা পুরোহিত তাদের নাম তালিকাভুক্ত করেন।

ঘ) রহস্য-উদঘাটন (Period of Mystagogy)

- ***উদ্দেশ্য:*** দীক্ষাস্নান লাভের পর খ্রিস্টীয় জীবনের প্রথম ধাপ।
- ***কাজ:*** ইস্টারের পুণ্যরাত্রিতে (Easter Vigil) যখন তারা তিনটি প্রধান সাক্রামেন্ত (দীক্ষাস্নান, দৃঢ়ীকরণ ও পরম প্রসাদ) একসাথে লাভ করেন, তখন তারা পূর্ণ কাথলিক খ্রিস্টান হয়ে ওঠেন। এরপর ইস্টার থেকে Pentecost পর্যন্ত সময়ে তারা মণ্ডলীর গভীর রহস্য ও সাক্রামেন্টাল জীবনযাপন সম্পর্কে আরও গভীরভাবে শিক্ষা লাভ করেন।

বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের জন্য বাংলাদেশে এর সফলতা

বাংলাদেশে পরিচালিত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও সফলতা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১। প্রি-ম্যারেজ কোর্স ও ধর্মশিক্ষা: বাংলাদেশের অনেক ধর্মপল্লীতে বর্তমানে বিয়ের পূর্বে প্রি-ম্যারেজ প্রশিক্ষণ ও ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে শিখানো হয়---

- খ্রিস্টীয় বিবাহের তাৎপর্য
- পারিবারিক দায়িত্ববোধ
- সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন
- দাম্পত্যজীবনে ক্ষমা ও আত্মত্যাগ
- পারিবারিক প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণের গুরুত্ব।

সফলতা: এ ধরনের উদ্যোগ নবদম্পতিদের বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বাস্তব ও ধর্মীয় উপলব্ধি বৃদ্ধি করছে।

২। পরিবার কল্যাণ কমিশন ও পালকীয় কার্যক্রম: বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মপ্রদেশেই পরিবার কল্যাণ কমিশন সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তারা---

- পরিবার সেমিনার
- দাম্পত্য পুনর্মিলনী
- নবদম্পতি সভা
- বিবাহের জুবিলী
- পরিবারভিত্তিক প্রার্থনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

বাস্তবায়নের মাধ্যমে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের ভিত্তি জোরদার করছে।

৩। তরুণদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি: বর্তমানে যুবসমাজের মধ্যে সম্পর্ক, দায়িত্ব ও খ্রিস্টীয় নৈতিকতাবোধ নিয়ে আলোচনা বাড়ছে। যুব সংঘ, ধর্মীয় সংগঠন ও নির্জনধ্যানের মাধ্যমে তরুণরা বিবাহকে কেবল আবেগ নয়; বরং দায়িত্বপূর্ণ অঙ্গীকার হিসেবে দেখতে শিখছে।

৪। পারিবারিক প্রার্থনা ও বিশ্বাসচর্চা: বাংলাদেশের খ্রিস্টান পরিবারগুলোর একটি বড় শক্তি হলো পারিবারিক প্রার্থনা। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় পরিবারভিত্তিক ক্রুশের পথ, রোজারিমালা প্রার্থনা, ক্ষমা অনুষ্ঠান, বাইবেল পাঠ ও ধর্মীয় আচার এখনো পরিবারকে ঐক্যবদ্ধ রাখছে। এটি Catechumenal Pathways-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমান বিশ্বে বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের নানা সংকট ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে। বাংলাদেশেও বিবাহ বিচ্ছেদ, পারস্পরিক অবিশ্বাস, আত্মকেন্দ্রিকতা, প্রযুক্তিনির্ভর দূরত্ব, দুর্বল আধ্যাত্মিক দাম্পত্যজীবন ইত্যাদি নেতিবাচক প্রভাব দ্রুতই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১। স্বল্পমেয়াদি প্রস্তুতি: কর্ম ব্যস্ততার অযুহাত দেখিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই প্রি-ম্যারেজ কোর্স মাত্র এক বা দেড় দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ফলে বিবাহ প্রার্থীদের মধ্যে গভীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গড়ে ওঠে না।

২। প্রযুক্তি ও আধুনিক সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ভোগবাদী সংস্কৃতি ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনধারা অনেক দাম্পত্য সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি করছে। তরুণদের মধ্যে ধৈর্য, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কমে যাচ্ছে।

৩। বিবাহ পরবর্তী সহচর্যের অভাব: বিয়ের পর অনেক দম্পতি গির্জার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন না এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করেন না। ফলে সংকটের সময়ে তারা প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা সহায়তা পান না।

৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ: বেকারত্ব, বিদেশমুখিতা, স্বামী-স্ত্রী একসাথে থাকতে না পারা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বিবাহিত জীবনে বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ভবিষ্যৎ করণীয়

১। দীর্ঘমেয়াদি Catechumenal Formation চালু করা: বিবাহ পূর্বপ্রস্তুতিকে কয়েকদিনের কোর্সে সীমাবদ্ধ না রেখে---

- কৈশোরকাল থেকে সম্পর্ক ও বিশ্বাস শিক্ষা
- যুবক-যুবতীদের জন্য নিয়মিত সেসন
- তিন থেকে পাঁচ দিনের বিবাহ পূর্বপ্রস্তুতি প্রশিক্ষণ
- বাগদানকালীন নিয়মিত আধ্যাত্মিক সহযাত্রা, ইত্যাদি চালু করা এবং নিয়মিত তা পরিচালনা করা।

২। নবদম্পতিদের সহায়ক দল গঠন: প্রত্যেক ধর্মপল্লীতে নবদম্পতিদের নিয়ে সহায়ক দল গঠন করা যেতে পারে, যেখানে তারা---

- অভিজ্ঞ দম্পতিদের কাছ থেকে পরামর্শ পাবেন
- নিজেদের অভিজ্ঞতা (ভালো-মন্দ) সহভাগিতা করবেন
- একসঙ্গে প্রার্থনা ও আলোচনা করবেন
- প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা আদান-প্রদান করবেন।

৩। পরিবারভিত্তিক পালকীয় কার্যক্রম বৃদ্ধি: ধর্মপল্লীকে হতে হবে পরিবারকেন্দ্রিক। নিয়মিত---

- পরিকল্পনা অনুসারে পরিবার পরিদর্শন (আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে উদাসীন পরিবারগুলো প্রাধান্যে থাকবে)
- পারিবারিক প্রার্থনা ও নির্জন ধ্যান
- দাম্পত্য কাউন্সেলিং
- সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা, ইত্যাদি আয়োজন করা প্রয়োজন।

৪। ডিজিটাল উপায়ে ধর্মীয় সহায়তা: বর্তমান প্রজন্ম প্রযুক্তিনির্ভর। তাই,

- দক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে দল গঠন
- অনলাইন ক্যাটেকিজম চালু (প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, খ্রিস্টযাগ, অন্যান্য)
- বিষয়ভিত্তিক অনলাইন ভিডিও সেমিনার
- দাম্পত্য বিষয়ক পডকাস্ট (Podcast)
- খ্রিস্টীয় পরিবার বিষয়ক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কনটেন্ট, ইত্যাদি নিয়মিত তৈরি ও প্রচার করা জরুরি।

৫। যুগপোযোগি প্রশিক্ষণ/সেমিনার: Catechumenal Pathways কার্যকর করতে ফাদার, সিস্টার, ক্যাটেখিস্ট, ধর্মীয় ও সমাজনেতাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা, যাতে তারা আধুনিক পারিবারিক সমস্যাগুলো বুঝে, সহজ উপায়ে তা সমাধান করতে যথাযথ সহায়তা দিতে পারেন।

খ্রিস্টীয় দৃষ্টিকোণ: পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে; "কাজেই তারা (স্বামী-স্ত্রী) আর দু'জন নয়, তারা একদেহ। তাই বলছি, স্বয়ং পরমেশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষ যেন তা কখনো বিচ্ছিন্ন না করে *(মথি ১৯:৬)*!" আবার "মণ্ডলী যেমন খ্রিস্টের অনুগত, স্ত্রীরাও যেন তেমনি সমস্ত বিষয়ে তাদের স্বামীর অনুগত হয়। আর তোমরা স্বামীরা, তোমাদের স্ত্রীদের ঠিক তেমনিই ভালোবেসো, যেমন খ্রিস্ট ভালোবেসেছেন মণ্ডলীকে *(এফেসীয় ৫:২৪-২৫)*।" এসব শিক্ষা থেকে বোঝা যায়, খ্রিস্টীয় বিবাহ হলো প্রেম, আত্মত্যাগ, ক্ষমা ও বিশ্বস্ততার এক পবিত্র বন্ধন।

খ্রিস্টীয় বিবাহ কেবল স্বামী-স্ত্রীর মিলন নয়; এটি ঈশ্বরের সঙ্গে একটি চুক্তি। তাই বিবাহিত জীবনকে আজীবন টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন---

- নিয়মিত প্রার্থনা
- পরস্পরের আত্মত্যাগ
- ক্ষমাশীলতা
- পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা
- পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং
- এক ঈশ্বরকেন্দ্রিক বিশ্বাস ও জীবনযাপন।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর আলোকে Catechumenal Pathways হলো খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে পরিপক্কতা লাভের একটি সুশৃঙ্খল, আধ্যাত্মিক এবং সাক্রামেন্টাল যাত্রাপথ। এটি একজন মানুষকে কেবল কাথলিক মণ্ডলীর সদস্য বানায় না, বরং তাকে যিশু খিস্টের একজন প্রকৃত অনুসারী এবং মণ্ডলীর জীবন্ত কোষে পরিণত হতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীতে এই ধারণার কিছু ইতিবাচক বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে এটিকে আরও গভীর, ধারাবাহিক ও পরিবারকেন্দ্রিক করতে হবে। গির্জা (ধর্মপল্লী), পরিবার, সমাজ ও ধর্মপল্লী একসঙ্গে কাজ করলে খ্রিস্টীয় পরিবারগুলো আরও দৃঢ়, প্রেমময় ও বিশ্বাসভিত্তিক হয়ে উঠবে। একটি সুস্থ ও আধ্যাত্মিক পরিবারই পারে একটি সুস্থ সমাজ ও শক্তিশালী ধর্মপল্লী গড়ে তুলতে। তাই আজকের সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পালকীয় আহ্বান হলো---**"বিবাহকে শুধু অনুষ্ঠান নয়; বরং বিশ্বাসের সহযাত্রা হিসেবে গড়ে তোলা"।**

তথ্যসূত্র

১. *Dicastery for Laity, Family and Life, Catechumenal Itineraries for Married Life, Vatican City, 2022.*

২. *পবিত্র বাইবেল ও কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা*

৩. *বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পরিবার বিষয়ক কমিশনের বিভিন্ন পালকীয় নির্দেশনা ও সেমিনার।*

বদু ডাকাতে ধরা পরেনি

সুনীল পেরেরা

গত ঝড়ের রাতে বদু ডাকাত ধরা পরেছে। দীর্ঘ এক যুগ ধরে সে এ পেশায় নিয়োজিত ছিল। মাঝে দুই বার ধরা খেয়ে কয়েক মাস জেল খেটেছিল। বদুর লাইন-গাট বেশ লম্বা। উপর মহলে তার যোগাযোগ রয়েছে। ডাকাতির পাশাপাশি ভাড়াটে কিলার হিসেবেও নাম ডাক রয়েছে।

এবারই সে প্রথম তার এলাকায় ডাকাতি করেছে। তাও আবার উঠতি নেতার বাড়িতে। ছত্রিশ জুলাইর এই নেতার হাত উপর পর্যন্ত ধরা। তাই তার দাপটে এলাকা কাঁপে। বছর দেড়েকের মধ্যেই সে যা কামিয়েছে তা দুই জনম বসে খেলেও ফুরোবে না। খবরটা বদুর কানে যেতেই সে আর দেরি করেনি। মূলত সে টাকার লোভে এখানে ডাকাতি করতে আসেনি। এসেছে ভাড়াটে কিলার হিসেবে। এতদিন এ সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। বদুর টার্গেট কখনো মিছ হয় না। মাঠ পরিষ্কার করার এখনই সময়।

বদুর সাথে এ পক্ষের মাত্র দু'টি লোক ছিল যারা তাকে নেতার শোবার ঘরটার পজিশন দেখিয়ে দেবে। ওদের ভয়ার্ত চোখ আর ফিসফিসানী কথাবার্তা শুনেই বদুর একটু সন্দেহ জেগেছিল মনে। লোক দু'টো নেতার ঘর দেখিয়ে দিয়েই দৌড়ে পালাতে চেয়েছিল। বদুর বিপদটা ঘটে ওদের ধরতে গিয়ে। একটাকে বসিয়ে দিয়েছিল অন্যটা পালিয়ে বেঁচেছিল। আহত লোকটা এক ঘুষিতেই আর্তনাত করে পড়ে যায়। ঐ চিৎকার শুনেই বাড়ির লোকজন ছুটে আসে চারিদিক থেকে। বদু ঘটনার আকস্মিকতায় তার কোমরের পিস্তলটাও বের করার সময় পায়নি।

বদু ধরা পড়ার পর বাড়ির লোকদের হাতে বেধরক মার খেয়ে কাবু হয়ে পড়েছে। বাড়ির চাকর ঠান্ডা মিয়া পিঠে বসিয়ে দিয়েছে টাঙ্গির এক কোপ। ভাগিস শ্বাসনালীটা কাটেনি। আটজন লোকের সাথে একাই ধস্তাধস্তি করেছে। তিনজনকে আহতও করেছে। সে কারণেই টাঙ্গির কোপ খেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করা হয় চেয়ারম্যানকে। চেয়ারম্যান হুকুম দিয়েছে বাজারে বটতলায় বেঁধে রাখতে। ভোর হবার আগেই খবরটা গ্রামকে গ্রাম চাউর হয়ে যায়। এলাকায় লোকেরা ঝেঁটিয়ে দেখতে আসছে বদু ডাকাতকে। পাথরের মত শক্ত বদুর শরীর। বুকটা যেন লোহার পাত দিয়ে তৈরি। বৃষ্টি ধোওয়া দুর্বা ঘাসের মত সতেজ গোঁফ। একদম ঝিমধরা মানুষ। সব সময় মেপে কথা বলে।

নদীর ওপারে আরেকটা বড় ব্রিজ পাড় হয়ে গেলেই নাবাল এলাকায় বদুর বাড়ি। খাল-বিল আর কাশফুলের জঙ্গল ভেঙ্গে তিন ক্রোশের ধাক্কা। ডুবু এলাকার মানুষ, সব সময়ই প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বাঁচতে হয় বলেই তারা বেশ সাহসীও হয়। বদুর বাপ ছিল বটতলার এক উকিলের সাগরেদ। একদম বদের হাড্ডি। সাপের গালে এক চুমু আবার ব্যাঙের পায়ে আরেক চুমু। ধুরন্দর কাকে বলে!

সকালেই চেয়ারম্যান এলেন দলবল নিয়ে নদীর ওপারে বদুর এলাকায় চেয়ারম্যান গত ইলেকশনে মাত্র হাতে গোনা কয়েকশ ভোট পেয়েছে। বদুকে হাত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দামদরে মেলেনি। তাছাড়া বদুকে বিশ্বাস নেই। এসব কারণেই চেয়ারম্যান বছর প্রতি নাখোশ।

চেয়ারম্যানের বিশাল ভূঁড়ি ঠেলে উঠেছে প্রায় হাত খানেক। নাকের নীচে থান্ডর গোঁফ। মাথায় পাট করে আঁচড়ানো চুল, পাঠানদের মত দশাসই চেহারা। গায়-গতরে ভোগী চেহারা। দেখতে ঠিক রসে ডোবা চমচমের মত। চোয়ালে বাংলার মানচিত্র। আঙ্গুলে ঝিলিক মারছে এক এক রকমের পাথরের আংটি। চোখে ছাই কালারের রোদচশমা। চেয়ারম্যানের সঙ্গে এসেছে তার শালিকা ফুলকলি। তার ঘাড়ের কাছে কুচকুচে কালে খোঁপা ছড়িয়ে রয়েছে। টকটকে পিতলের মত গায়ের রং। ছিপছিপে বেতের মত লম্বা চেহারা। হাত দুটো যেন শারুক ফুলের ডাটা। বাঁকা ভুরু হাতে সোনার রুলি। শত শত জনতার মাঝে একটি মাত্র রূপনী নারী। সকলের নজর এখন বদুর চেয়ে ফুলকুলির দিকেই। বাজারের বিটফেলে চেহারার ট্যাগরা কসাই, গোল্লা গোল্লা চোখে ফুলকলিকে যে গিলে খাচ্ছে অজগরের মত। তার মুখে ফিচ্‌কি হাসি।

ফুলকলির যখন বারো বছর বয়স তখন এক রাতে বদু তাকে তুলে নিয়ে যায়। বদুর মনের যমুনায় তখন প্রেমের ঢেউ। তিনরাত ধরে চলে পাশবিক অত্যাচার। শেষে ফুলকলির বাবা তিন লাখ টাকা মুক্তিপন দিয়ে মেয়েকে ছাড়িয়ে আনে। এ ঘটনার পর বদু বেশ কয়েক বছর এলাকাই ছিল না। কোথায় কিভাবে বদরুদ্দিন; বদু ডাকাতে রূপান্তরিত হয়েছে সে কাহিনি কারও জানা নেই। করাত কলের অরু মুন্সি বলেছে, এ শালা রিয়ল প্রেমের ধাতুতে গড়া। তা নাহলে এই চেংড়া বয়সে এমন কাণ্ড করে?

চেয়ারম্যান এসেই এক চোট মার দেয়। প্রশ্ন করে, কিন্তু বদুর মুখ একদম কুলুপ আঁটা। পিঠ বেয়ে রক্ত ঝরছে, ওতে মাছি ভন ভন করছে। চেয়ারম্যান বিরক্ত হয়ে বললেন বাঘে খায়, তাও আড়ে ওতে খায়। তুই তো দেখছি পশুরাজ সিংহ। একবারে নেতার বাড়িতে থাবা মেরেছিস। তাও আমার এলাকায়। তোর বাপে ছিল ধারালো চাবুক আর তুই হয়েছিস ভোতা কোদাল।

বদুর এ হেন অবস্থা দেখে ফোকলা মুখে পান চিবাতে নরু চৌকিদার পিটপিট করে হাসছে। কারণ একদিন তাকে বাজারে এতলোকের সামনে কষে থাপ্পর মেরেছিল। ঐ এক থাপ্পরেই নরু চৌকিদারের তিনটি দাঁত পড়ে গিয়েছিল। সেও রাগে একটা লাথি মারতে উদ্যত হয়েছিল। বদুর লাল চোখ দেখে ভয়ে আর লাথি মারতে সাহস পেলো না।

রামছাগলের মত চেহারা এক উটকো ছোকরা, ঘাড়ে শাঁস বের করা চুলের ছাঁট। নাটুকে কায়দায় এক ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দিল। রক্তে মুখ ভেসে যাচ্ছে। বদু নির্বিকার।

চেয়ারম্যানের চাচা শ্বশুরের মেয়ে ফুলকলি। অতীতের শোধ নিতেই ফুলকলিকে আনা হয়েছে। বলা হলো ফুলকলি মাটিতে তিনবার থুতু ফেলবে, সেই থুতু বদু তার জিব দিয়ে চেটে খাবে। ফুলকলি তিন তিন বার থুতু ফেলল। বদু নির্বিকার। রাগে, ক্ষোভে আবার শুরু হয় ধুন্দুমার কিল ঘুষি। কথায় বলে, বাজারের মাইর দুনিয়ার বাইর। এতক্ষণ দুই হাটুর ঠিকনা দিয়ে পান দোকানী সালু মিয়া মজা দেখছিল। হটাৎ করে এক লাফে সে দোকান থেকে নেমে টর্নেডোর গতিতে তিনমন ওজনের এক ফ্লাইং কিক মারে। বদুর শক্তপোক্ত দেহটা সে আঘাত সইতে পারেনি। ঘোৎ করে একটা শব্দ হতেই বদু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আবার বাজাইরা মাইর। সালুর লুঙ্গির কাছা খুলে গিয়েছিল। সেটা ঠিক করতে করতে বলল, শালা বাকিতে সিগারেট খাওয়ার পয়সা উসুল করলাম। বদুর বুকে আর মুখে দলা দলা থুতু ফেলে সালু দোকানে বসে বিড়বিড় করতে থাকে। সালুর লাথির টেকনিক দেখে জনতার কী হাসি।

যারা এতদিন বদুর সাথে এক থালে হাত ডুবিয়ে খেয়েছে তারা আঁড়ালে লুকিয়ে তামশা দেখছে। মনে ভয় আর আতংক; বদু যদি তাদের ফাঁসিয়ে দেয়।

থানার দারোগা এলেন বিকেলে। নির্বাচনের ঝামেলায় জেলা অফিস ছিল। এসেই সরে জমিনে তদন্ত করেন। যারা যারা সাক্ষী তাদের

থানায় যেতে বলেন। যারা আহত হয়েছে তাদের জবানবন্দী নিলেন আর রক্তাক্ত জামা কাপড় জব্দ করে নিয়ে গেলেন। সব শেষে চেয়ারম্যানসহ পাতি নেতার অন্দরে গোপন আলাপনা একসময় হাসি মুখে দারোগাসাহেব দুই পকেটে হাত দিয়ে বেরিয়ে এলেন। জনতার বুঝতে বাকি রইল না যে, মুঠো ভর্তি দেওয়া হয়েছে বলেই পকেটে হাত।

বদুর কঠিন শাস্তি হবে এবার। এই আশ্বাস দিয়ে বদুকে গাড়িতে তুলে ধুলো উড়িয়ে দারোগাসাহেব চলে গেলেন। চাল ব্যবসায়ী টিকু মুরসি পানের পিক ফেলে ব্যাঙ্গের হাসি হেসে বলল; এসব থানা-পুলিশ বদু ডাকাতকে আটকে রাখতে পারবে না। বদু ইদানিং প্রাক্তন এমপির দলে ডুকেছে। সামনে নির্বাচন। এমপি এবার নিশ্চিত পাশ করবে। তাহলে? বদু ফুলের মালা গলায় বেরিয়ে আসবে।

ফুলকলি চেয়ারম্যানের হাত ধরে চলে গেল। তিরিশ বছর বয়সে দুইবার জামাই বদল করেছে তার। এখন একেবারে ঝারা হাত-পা। অনেকের ধারণা এবার চেয়ারম্যানের সংসারে আগুন জ্বালাবে। উড়ন্ত শঙ্খ চিলের মত প্রাণখোলা হাসিতে মুক্তো ঝরে। এ হাসি সর্বনাশী। তার হাঁটার ছন্দে এখনো পাড়ার চ্যাংড়া ছেলেদের বুকে নাচন ওঠে। হিসেবী মায়েরা ফুলকলির চালচলন দেখে ভীত শংকিত। কারণ চারিদিকে প্রলোভনের হাজারো তরঙ্গ খেলা করছে। ফুলকলিকে দেখলে মনে হয় সে সুখের সমুদ্রে পদ্মের মত পাঁপড়ি মেলেছে। চোখে ঝিলিক আর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসিটা বড়ই মোহনীয়। বাজারের হোমিও বকু ডাক্তার ফুলকলির প্রেমে ব্যর্থ হয়ে এখন মাজারের বাসিন্দা। ফুলকলিরা সাংসারী মেয়ে নয়। সুন্দরী মেয়েরা বেশ অহংকারি হয়।

বর্ষকাল। পথে বানের প্রবল স্রোতে একটা বেইলী-ব্রিজ ধ্বসে পড়েছে। তাই আটদশ মাইল ঘুরে থানায় পৌছাতে হবে। যেতে যেতে সন্ধ্যে পেরিয়ে যায়। একটু পরেই ফিন-ফিনে বৃষ্টি। তারপর আকাশ কাটিয়ে বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করে। নিজকাল্পে আকাশে বাজি উঠেছে। দুমদুম শব্দে আকাশ কাঁপছে। সামনেই একটা ব্রিজ। গাড়ি ব্রিজের উপর উঠতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। ইঞ্জিন ক্রমাগত গড়গগড় শব্দ করছে। বদু এ সুযোগটার অপেক্ষায়ই ছিল একক্ষণ। দুই পুলিশকে ধাক্কা মেরে গাড়ি থেকে এক লাফে নদীর জলে। বর্ষার খরস্রোতা নদী। লম্বা ডুবে বহুদূর চলে যায় স্রোতের টানে। দারোগা পুলিশ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটনা ঘটে যায়। পরপর কয়েকটি গুলি ছুঁড়েছে। কিন্তু বদুর গায়ে লেগেছে কি না পুলিশ নিশ্চিত হতে পারেনি।

এভাবেই অনেকটা দূর ভেসে যায় বদু। সামনে কাঠ অথবা গাছের ডাল যা পেয়েছে তা-ই ধরে, ভেসে থেকেছে। বাম হাতে একটা গুলি লেগেছে। রক্তক্ষরণের ফলে সে বেশ কাবু হয়ে পড়ে।

শেষে জল থেকে উঠে সে একটা বাজারে যায়। বর্ষার রাত তাই দোকানপাট প্রায়ই বন্ধ হয়ে গেছে। খুঁজতে খুঁজতে একটা ক্লিনিকে ঢুকে পড়ে। ডাক্তার সবে মাত্র বন্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখনই বদু হাজির। বদুর হাতকড়া দেখে ডাক্তার চিকিৎসা করতে রাজি হয়নি প্রথমে। শেষে বদুর লাল চোখের হুংকারে, ভীত হয়ে রাজি হয়। সে রাতে ডাক্তারকে আর বাড়ি যেতে দেয়নি বদু। তবু তার সন্দেহ হয় ডাক্তার নিশ্চয় থানায় ফোন করবে। তাই তার মোবাইলটা নিজের, কাছে নিয়ে নেয়। কিন্তু ঘটনা এর আগেই ঘটে যায়। ডাক্তার তার কক্ষে রাখা অন্য মোবাইল সেট দিয়ে থানায় আগেই ফোন করে দেয়।

গভীর রাতে বদুর একটু তন্দ্রা এসে যায়। হটাৎ জিপ গাড়ির গড়গড় শব্দ। বদু আর এক মুহূর্তও নষ্ট করেনি। ক্লিনিকের পেছন দিয়ে দেয়াল টপকে নদী তীর ধরে ছুটতে থাকে। শেষে একটা ডিঙ্গি নৌকা পেয়ে যায়। সেটায় ভাসতে ভাসতে ভোর হবার আগেই অন্য এলাকায় চলে যায়। পরদিন এলাকায় খবর ছড়িয়ে যায় বদু এবারও ধরা পড়েনি।

বাংলাদেশে অবলেট ফাদারদের সেবাসমূহ ঃ

সাক্রামেন্তীয় সেবা
দীন দরিদ্র ও আদিবাসী মাঝে
মঙ্গলবাণী ঘোষণা
আধ্যাত্মিক পরিচর্যা ও সেবাদান
স্কুল ও বিশ্ব বিদ্যালয় শিক্ষাদান

হোস্টেল পরিচালনা
মানবিক-মূল্যবোধ উন্নয়ন
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

ন্যায় ও শান্তি
গঠনগৃহে সেবাদান
মেজর সেমিনারীতে শিক্ষাদান
অভিবাসীদের পালকীয় সেবা

আহ্বান পরিচালক
ফাঃ দীপক এড্রু কস্তা ও. এম. আই
মো: ০১৭১৫-৩৩৪৪০১, ০১৩৫৫০১১৮০৩
সেমিনারি পরিচালক
ফাঃ লিন্টু আরেং ও. এম. আই
মো: ০১৬০৭-০১৯৫৫৭

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ
স্থান ঃ অবলেট জুনিওরেট, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইলঃ ০১৩৫৫০১১৮০৩

বিজ্ঞ/১১৮/২৬

তুমি কি একজন **অবলেট** সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?
তুমি কি অবলেট হয়ে দীন দরিদ্র ও আদিবাসী জনগণের তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

তুমিও নিমন্ত্রিত

যদি তুমি হ্যাঁ বল.... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।
- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্যে, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্যে

"নিমন্ত্রণ"

একজন অবলেট ব্রতধারী যাজক/বাদ্রার হওয়ার জন্য **"এসো ও দেখে যাও (Come and See) - ২০২৬"** আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। অবলেট সম্প্রদায়ে ফাদার/ব্রাদার হতে যারা আগ্রহী তাদের জন্য "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে আগামী ২৮শে জুন রবিবার থেকে ২৩শে জুলাই ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ

১। "এসো দেখে যাও" শুরু হবে ২৮শে জুন রবিবার ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দে তাই তোমাদের ঐদিনে বিকাল ৫:০০ টার মধ্যে অবলেট জুনিয়রেটে উপস্থিত থাকতে হবে।
২। ঢাকায় ৩ দিনের প্রোগ্রামের পর ২রা জুলাই থেকে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত বৃহত্তর সিলেটের লক্ষীপুর মিশনের বাকী তিন সপ্তাহের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই তোমাদেরকে নিয়ে আসতে হবেঃ

১। পাল পুরোহিতের কাছ থেকে সুপারিশ পত্র (অবশ্যই আনতে হবে)
২। "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রামের জন্য রেজিষ্ট্রেশন ফি ১৫০০/- টাকা আনতে হবে
৩। লেখার জন্য কাগজ, বলপেন, তেল, সাবান, টুথব্রাশ, পেষ্ট ও পকেট খরচের টাকা
৪। তোমার ব্যবহার্য সামগ্রী: বিছানার চাদর বা বেডসিট, ছোট টর্স লাইট ও ছোট ছাতা, খেলার প্যান্ট

আলোচিত সংবাদ

মরণোত্তর জাতিসংঘ পদক পাচ্ছেন ৬ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী

আফ্রিকার আবেই অঞ্চলে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনকালে প্রাণ হারানো বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর 'ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদক' দেওয়া হবে। আগামী ৫ জুন নিউইয়র্কে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এই পদক দেবেন। জাতিসংঘের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। পদকপ্রাপ্ত বাংলাদেশি ছয় শান্তিরক্ষী হলেন মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. সবুজ মিয়া, মো. মাসুদ রানা, মো. মোমিনুল ইসলাম, শামীম রেজা ও শান্ত মণ্ডল। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ১৩ ডিসেম্বর আবেইতে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী নিরাপত্তা বাহিনীতে (ইউএনআইএসএফএ) দায়িত্ব পালনকালে এক ড্রোন হামলায় তারা নিহত হন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে থেকে দায়িত্ব পালনকালে প্রাণ হারানো প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শান্তিরক্ষীর স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন জাতিসংঘ মহাসচিব। এ ছাড়া গত বছর নিহত ৫৯ জনসহ মোট ৬৮ জন সামরিক, পুলিশ ও বেসামরিক শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর 'ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদক' দেওয়া হবে।

https://www.jugantor.com/national/1107958

পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ানের পদত্যাগ

সোমবার (১) প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী প্রথম আলোকে এই পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দীপেন দেওয়ান পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছেন। অসুস্থতার কারণে মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কাজের দায়িত্ব পালনে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের গতিশীলতা বাড়াতে তিনি পদ থেকে অব্যাহতি নিচ্ছেন।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/lp5loy6bq1

২০২৬ বিশ্বকাপে দেখা যাবে যেসব নতুন নিয়ম

ফুটবলের বিশ্বমঞ্চে যোগ হচ্ছে একগুচ্ছ নতুন ও চমকপ্রদ নিয়ম। খেলার গতি বাড়ানো, সময় অপচয় রোধ এবং বর্ণবাদ দূর করতে ফুটবলের আইনপ্রণেতা সংস্থা 'আইএফএবি' (IFAB) নিয়মে বেশ কিছু বড় পরিবর্তন এনেছে। নিয়মগুলো আগামী ২০২৬-২৭ মৌসুম থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও, আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপেই এগুলোর প্রথম বড় পরীক্ষামূলক প্রয়োগ দেখা যাবে। ফিফার প্রধান রেফারিং কর্মকর্তা পিয়েরলুইজ কলিনা জানিয়েছেন, ফুটবলকে আরও আকর্ষণীয় ও সুশৃঙ্খল করতেই এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০২৬ বিশ্বকাপে যেসব নতুন নিয়ম দেখা যাবে, তা হলো: মুখ ঢাকলেই সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হবে, অর্থাৎ কোন খেলোয়াড় যদি নিজের জার্সি দিয়ে কিংবা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে প্রতিপক্ষেকে আক্রমণাত্মক কথা বলে তখন রেফারি তাকে লাল কার্ড দেখাতে বাধ্য থাকবে। রেফারির প্রতিবাদে মাঠ ছাড়লে শাস্তি; রেফারির কোনো সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে যদি কোনো খেলোয়াড় মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান, তবে তাকে সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হবে। সময় অপচয় রোধে ৫ সেকেন্ডের কাউন্টডাউন; সময় নষ্ট করা বন্ধ করতে রেফারিরা এখন থেকে থ্রো-ইন এবং গোল-কিকের সময় হাত উঁচিয়ে দৃশ্যমান ৫ সেকেন্ডের একটি কাউন্টডাউন শুরু করবেন। খেলোয়াড় বদলিতে '১০ সেকেন্ড' নীতি, মাঠে চিকিৎসা নিলেই এক মিনিট মাঠের বাইরে অবস্থান নিতে হবে। এছাড়া ভিএআর (VAR) নিয়মে বড় পরিবর্তন: ভুলবশত কাউকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেওয়া হলে কিংবা ভুল খেলোয়াড়কে কার্ড দেখানো হলে তা সংশোধন করতে এটা ব্যবহৃত হবে। বাধ্যতামূলক হাইড্রেশন ব্রেক বা পানি বিরতি তিন মিনিট দেওয়া হবে ও পানি বিরতি চলাকালে খেলোয়াড়রা কোচের কাছ থেকে কোনো কৌশলগত পরামর্শ নিতে পারবে না।

https://www.amarsangbad.com/sports/news/348645

সিদ্ধান্ত পাল্টে সংলাপে ফিরল ইরান

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার কূটনৈতিক আলোচনা আবার সঠিক পথে ফিরেছে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আঞ্চলিক একটি সূত্র সিএনএনকে এ তথ্য জানিয়েছে। এর আগে সোমবার (১জুন) ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজ জানান, লেবাননে নির্বিচার ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা স্থগিত করেছে তেহরান। তবে এ প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, দুই দেশের মধ্যকার আলোচনা স্থগিত হয়নি, বরং তা 'দ্রুতগতিতে' এগিয়ে চলছে। তাসনিমের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, লেবাননে ইসরায়েলের শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত হামলা ও যুদ্ধবিরতির অন্যতম শর্ত হিসেবে লেবাননকে অন্তর্ভুক্ত রাখার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তেহরান এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইরানের মতে, লেবাননসহ সব ফ্রন্টেই যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রতিবাদে ইরানের আলোচক দল ওয়াশিংটনের সঙ্গে 'মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে আলোচনা এবং তথ্য আদান-প্রদান বিনিময়' স্থগিত করছে।

https://www.prothomalo.com/world/usa/eyszq1h1kv

টিকা দেওয়ার পর এখনো হাম থামেনি

পাবনায় শিশুদের টিকা দেওয়ার পরও হাম থামেনি। ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে সোমবার (১ জুন) হামের ৫০ রোগী ভর্তি ছিল। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় হামের আক্রান্ত নতুন ১২ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। হামের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলার এ বছরের ৫ এপ্রিল থেকে স্বাস্থ্য বিভাগ প্রথমে ঝুঁকিপূর্ণ ১৮ জেলার ৩০ উপজেলা ও পৌরসভায় হামের টিকা দেওয়া শুরু করে। এর মধ্যে পাবনা সদর, পৌরসভা, ঈশ্বরদী, আটঘরিয়া ও বেড়া উপজেলা ছিল। তারপর এই জেলার বাকি জনপদে টিকা দেওয়া শুরু হয় ২০ এপ্রিল; কিন্তু এখনো হামে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। ৩০ উপজেলার মধ্যে একটি ছিল শরীয়তপুর জেলার জাজিরা। জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গত ১০-১২ দিনে কোনো রোগী ভর্তি হয়নি। ওই ৩০টির মধ্যে ৫ উপজেলায় খোঁজ নিয়ে প্রথম আলোর প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, হামের সংক্রমণ থামেনি। এর মধ্যে বরগুনা সদর, মাদারীপুর সদর, নওগাঁর পোরশা, যশোর সদর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় নিয়মিতভাবে রোগী ভর্তি হচ্ছে।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/zd5x6udact

বাজেট বরাদ্দের পরই স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে জুলাই-আগস্টে সিদ্ধান্ত

স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেছেন, খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় বাজেটে নির্বাচনের প্রয়োজনীয় বরাদ্দ আসার পরই আগামী জুলাই-আগস্ট থেকে কোন নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হবে, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মঙ্গলবার (২ জুন) সকালে রাজধানীর গুলশান, বনানী এবং হাতিরঝিল লেক পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ঢাকার লেকগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কাজ করছে ওয়াসা। দ্রুতই এ প্রকল্প একনেকে উঠবে। ডেঙ্গু মশার উৎপত্তিস্থল চিহ্নিত করা এবং লাভা ধ্বংসে কাজ চলমান- এ কথা জানিয়ে মীর শাহে আলম বলেন, হাতিরঝিল লেকে পরিষ্কারের কাজ চলছে তবে স্যুয়ারেজ লাইন থাকার কারণে সময় লাগবে। এখন থেকে দূষণ রোধে স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এসটিপি) করতে হবে বাসাগুলোতে। যাতে ময়লা সরাসরি না আসে।

https://www.bd-pratidin.com/minister-speech/2026/06/02/1257522

হাতির বাচ্চার গাছে ওঠা

জঙ্গলের রাজা বাঘ মশাই ঢাকঢোল পিটিয়ে সকলকে জানিয়ে দিলো - কোনো বাচ্চাকে নিরক্ষর রাখা চলবে না। সবার জন্য যথাযথ শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। সব ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে হবে। পড়াশুনা শেষ হলে, সবাইকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

দুদিন পরেই সব বাচ্চার স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলো। রাজামশাইয়ের পার্সোনাল স্কুল, সবাইকে যথাযথ শিক্ষা দেওয়া হবে। শুরু হলো সব শিক্ষা অভিযান!

হাতির বাচ্চা থেকে শুরু করে বাঁদর, মাছ, কচ্ছপ, বিড়াল, উঁট, জিরাফ, সবার বাচ্চা-কাচ্চা স্কুলে পৌঁছে গেলো।

শুরু হলো ধুমধাম করে পড়াশোনা।

প্রথম সাময়িক পরীক্ষা হলো। পরীক্ষায় হাতির বাচ্চা ফেল করল।

"কোন সাবজেক্টে ফেল ?" গার্জিয়ান হাতি এসে প্রশ্ন করল।

"গাছে ওঠা; সাবজেক্টে ফেল করেছে!"

হাতি পড়লো মহা চিন্তায়। তার ছেলে ফেল? এটা কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না।

শুরু হলো খোঁজাখুঁজি, ভালো টিউটর পেতেই হবে। সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো রকম আপোস করা যাবে না।

হাতির এখন একটাই টেনশন, যেভাবেই হোক, ছেলেকে গাছে চড়া শেখাতে হবে! গাছে ওঠা সাবজেক্টে টপার করে তুলতে হবে।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলো। ফাইনাল রেজাল্ট বের হয়েছে। দেখা গেলো - হাতি, উঁট, জিরাফ সবার বাচ্চা ফেল। আর এদিকে বাঁদরের বাচ্চা টপার হয়ে গেছে।

প্রকাশ্য মঞ্চে বিভিন্ন অতিথিদের আমন্ত্রিত করে, বিরাট অনুষ্ঠান আয়োজন করা হলো। সেখানে টপার হিসাবে বাঁদরের বাচ্চার গলায় মেডেল পরিয়ে দেওয়া হলো।

বাঁদর আনন্দে আত্মহারা। তার ছেলে টপার হয়েছে। এ গাছ থেকে সে গাছে, কি ভীষণ লাফালাফি করে চলেছে।

চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে হাতি, উঁট, জিরাফ, নিজ নিজ সন্তানকে অনেক বকাঝকা করতে লাগলো। এতো টিউশন, এতো খরচ, এরপরেও অসম্মান!

তারা মেনে নিতে পারলো না। "ফাঁকিবাজ এতো চেষ্টা করেও তোর দ্বারা গাছে চড়া সম্ভব হলো না ? নিকম্মা কোথাকার। শেখ, বাঁদরের বাচ্চার কাছে শিক্ষা নে, কিভাবে গাছে চড়তে হয়।"- এই বলে হাতি তার বাচ্চাকে বকা দিতে লাগলো। এদিকে আবার মাছের ছেলেও কিন্তু ফেল করেছে। সে আবার প্রত্যেক সাবজেক্টে ফেল, কেবলমাত্র সাঁতার কাটা ছাড়া।

প্রিন্সিপাল বলল, "আপনার সন্তানের এ্যাটেন্ডেন্স-এ প্রবলেম। পাঁচ মিনিটের বেশি ক্লাসে থাকতেই পারে না।"

মাছ নিজের সন্তানের দিকে ক্রোধান্বিত হয়ে তাকিয়ে রইলো।

বাচ্চা বলল, "মা-গো, দম নিতে পারি না, ভীষণ কষ্ট হয়। আমার জন্য জলের মধ্যে কোনো স্কুল দেখলে হতো না?"

মাছ বলল, চুপ কর বেয়াদব। এতো ভালো স্কুল আর কোথাও খুঁজে পাবি না। পড়াশোনায় মন দে, স্কুল নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না।"

হাতি, উঁট, জিরাফ, নিজেদের ফেলিওর বাচ্চাকে বকা দিতে দিতে বাড়ি ফিরে চলেছে। পথিমধ্যে বুড়ো খেঁকশিয়ালের সঙ্গে দেখা।

শিয়াল বলল, "আহা! তোমরা ছোট ছোট বাচ্চাদের বকাঝকা করছো কেন?"

উঁট বলল, বকবো নাতো কি করবো একে! আমার মানসম্মান কিছুই রাখলো না।"

শিয়াল বলল,"কি হয়েছে সেটা তো বলো?"

হাতি বলল, "এত বড়ো শরীর; অথচ গাছে চড়তে পারলো না। বাঁদরের ছেলে টপার হলো, আর এদিকে আমাদের মান ইজ্জত কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না!"

শিয়াল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। বলল, "আচ্ছা, তোমরা নিজেরা কি গাছে চড়তে পারো?"

জিরাফ বলল, "আমরা তো নিরক্ষর। আমাদের সময় এসব স্কুল-টুল ছিলো না। থাকলে শিখে নিতাম, অবশ্যই গাছে চড়তে পারতাম।"

শিয়াল বলল, "তোমাদের গাছে চড়ার কি প্রয়োজন সেটাই বুঝতে পারলাম না। শোনো হাতি, তুমি নিজের বিশালাকার শুঁড় দিয়ে গাছের সবচেয়ে বড়ো ফলটি পেড়ে খেতে পার। তোমার গাছে ওঠা লাগবে না।"

"উঁট ভাই, তোমার অনেক উঁচু ঘাড় রয়েছে। ঘাড় বাড়িয়ে দাও, গাছের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল, পাতা পেড়ে খাও।"

"বোন মাছ, তোমার সন্তানকে নদীর স্কুলে ভর্তি করে দাও। ওকে মনভরে সাঁতার কাটতে শেখাও। দেখবে, একদিন তোমার ছেলে নদী অতিক্রম করে সমুদ্রে পাড়ি দেবে। সাত সমুদ্র পার করে, তোমার নাম উজ্জ্বল করে দেবো। ওকে রাজার স্কুলে মোটেও পাঠিও না। ও মারা যাবে।"

মনে রাখতে হবে, শিক্ষা সন্তানের জন্য, শিক্ষার জন্য সন্তান না।

শিক্ষা-দীক্ষা, খেলা-ধুলা, নাচ-গান, শিল্প-কলা, অভিনয়, ব্যাবসা, যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক, সন্তানের প্রতিভার মূল্যায়ন করে নিন। ওদের ইচ্ছেগুলো চিনে নিন, ওদের প্রতিভার মূল্য দিন। আপনার দায়িত্ব শুধু একটাই, সন্তানকে সদাচারণ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, মানবতার শিক্ষা দিয়ে যাওয়া।

https://www.teachers.gov.bd/blog/details/729359

আমি এখন

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

আমি সামাজিক হতে চেয়েছি
আর তাই নিজেকে
একেবারেই ধূলায় মিশিয়ে
সবশেষে হয়েছি 'সামাজিক'।

আবার, আমি সাংসারিকও হতে চেয়েছি।
আমার সত্তাকে পেতে দিয়ে
এই সমাজের চাকার নিচে
নিজেকে সমর্পণ করে
হয়েছি সুবোধ 'সাংসারিক'।

পরিশেষে দেখি,
হয়েছে আমার সমাজ।
গড়েছি পরিবারও আমি।
কিন্তু। এ কোথায় দাঁড়িয়ে আমি আজ?
না আছে আমার সমাজ!
না আছে পরিবার!

আমার পরিবার ও
সমাজ চ্যুত হয়ে আমি কেবল
দিগ্বিদিক ছুটে চলেছি
ঘাট থেকে আঘাটে!

সবকিছু হারিয়ে আমি,
ঘুরে বেড়াচ্ছি দেশান্তরে।
এখন, নিজের বলে-
আমার কিছুই নেই আর!

হিসেব করে দেখি,
সবশেষে আমিও এখন;
আমার সেই নিজের আর নেই!
এই তো আমি এখন!

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

একজন নারী খ্রিস্টভক্তকে ভাটিকানের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রিফেক্ট হিসেবে নিয়োগ দিলেন পোপ চতুর্দশ লিও

গত ২ জুন ভাটিকান নিউজ জানায়, পোপ চতুর্দশ লিও বর্তমানে EWTN News-এর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মারীয়া মন্টসেরাত আলভারাদোকে ভাটিকানের যোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রিফেক্ট হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এই নিয়োগ ১ নভেম্বর ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।

মেক্সিকো সিটিতে জন্মগ্রহণকারী আলভারাদো ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। ২০০৯ থেকে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষায় নিবেদিত বেকেট ফান্ড ফর রিলিজিয়াস লিবার্টিতে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে মারীয়া EWTN News-এর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। EWTN News হলো এর সংবাদ বিভাগ, যা টেলিভিশন, রেডিও, মুদ্রিত সংবাদপত্র, ডিজিটাল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে সাতটি ভাষায় সংবাদ ও অন্যান্য বিষয়বস্তু তৈরি করে। আলভারাদোর এই নিয়োগের মাধ্যমে পোপ চতুর্দশ লিও পোপ ফ্রান্সিসের শুরু করা রোমান কুরিয়ার সংস্কার ও নবায়নের পথকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই সংস্কারের ফলে খ্রিস্টভক্তদের মণ্ডলীর সেবাকাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। আলভারাদো হলেন প্রথম নারী খ্রিস্টভক্ত যিনি আনুষ্ঠানিক ব্রতধারী না হওয়া সত্ত্বেও ভাটিকানের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রিফেক্ট হিসেবে নিয়োগ পেলেন।

রোমান কুরিয়ার সংস্কারের অংশ হিসেবে পোপ ফ্রান্সিস ২৭ জুন ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে যোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যা ভাটিকানের যোগাযোগব্যবস্থা তদারকি করে, যার মধ্যে রয়েছে ভাটিকান নিউজ, রেডিও ভাটিকান, ভাটিকান মিডিয়া, ভাটিকান প্রেস অফিস, ভাটিকান প্রকাশনা ও ছাপাখানা এবং L'Osservatore Romano ও Filmoteca Vaticana। প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত দায়িত্বের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়টি যোগাযোগ বিষয়ে মণ্ডলীর ধর্মতাত্ত্বিক ও পালকীয় কার্যক্রমের বিকাশ এবং উন্নয়ন সাধনে গভীরভাবে কাজ করে।

পোপ ফ্রান্সিস ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে রুফিনিকে রোমান কুরিয়ার কোনো মন্ত্রণালয়ের প্রিফেক্ট হিসেবে প্রথম কোনো খ্রিস্টভক্তকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। আগামী অক্টোবর মাসে পাওলো রুফিনির ৭০ বছর পূর্ণ হবে।

নিয়োগ ঘোষণার পর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আলভারাদো বলেন: "যদিও এই নিয়োগ আমার জন্য অপ্রত্যাশিত ছিল, তবুও পুণ্যপিতা তাঁর পোপীয় শাসনামলের শুরুতে যে সেবার আহ্বান জানিয়েছেন, তা আমি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করছি। আমি পাওলো রুফিনির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গত কয়েক বছর মণ্ডলীর যোগাযোগ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের জন্য।

রুফিনি যোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের উদ্দেশে এক পত্রে লিখেন: যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মূলনীতিতেই রয়েছে দ্রুত পরিবর্তনশীল যোগাযোগ জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলা। কখনো থেমে যাওয়া নয়, চলতে চলতেই দায়িত্ব হস্তান্তর করা, বর্তমান সময়ের বাস্তবতার মধ্যে উপস্থিত থাকা এবং এমন যোগাযোগ গড়ে তোলা যা ক্রমবর্ধমান ঐক্যের সেবায় কাজ করে।"

সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন: "গত আট বছরে আমরা যে পথ একসঙ্গে অতিক্রম করেছি, তার জন্য আমি মন্ত্রণালয়ের বৃহৎ পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞ। আগামী মাসগুলোতে আমরা স্বাভাবিক একটি রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় থাকবো, যাতে মন্ত্রণালয় ঐক্য ও উন্মুক্ততার মনোভাবে পুণ্যপিতার সেবার মিশন আরও কার্যকরভাবে পালন করতে পারে।"

EWTN-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) মাইকেল পি. ওয়ারশ বলেন, আলভারাদো তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে নেটওয়ার্কের সহকর্মীদের আস্থা ও সম্মান অর্জন করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ মিশন শুরু করার সময় আমরা তাঁর জন্য প্রার্থনা, উৎসাহ এবং EWTN পরিবারের পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই খ্রিস্টের দিকে চালিত করবে - পোপ চতুর্দশ লিও

যুক্তরাষ্ট্রের কাথলিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট এবং রেক্টরদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পোপ চতুর্দশ লিও বলেন, কাথলিক শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু জ্ঞানার্জনের প্রতি ভালোবাসা নয়, বরং খ্রিস্টের প্রতি গভীর অনুরাগও গড়ে তুলতে হবে। তিনি সতর্ক করে বলেন, "যিনি সত্য (Truth), সেই খ্রিস্টের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে শিক্ষার্থীরা সত্যকে চিনতে এবং নিজেদের জীবনকে সেই সত্যের আলোকে পরিচালিত করতে প্রস্তুত হবে না।"

বুধবার সকালে (০৩/৬) ভাটিকানে যুক্তরাষ্ট্রের Association of Catholic Colleges and Universities-এর একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিনিধিরা তাদের ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের রোম সেমিনারে অংশ নিতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিটি ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি: পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর এমন একটি 'জীবন্ত পরিবেশ' হওয়া উচিত যেখানে খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিটি বিষয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও রেক্টরদের উৎসাহিত করে বলেন: "খ্রিস্টের প্রকৃত শিষ্য হিসেবে আপনাদের আন্তরিকতা সুসমাচারকে এমনভাবে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে, যাতে আপনাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিক্ষার্থীরা সত্যিই প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে এবং ক্যাথলিক বিশ্বাসে সেই ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পায় যা কেবল সত্যই দিতে পারে।"

জ্ঞানের খণ্ডিত হওয়ার সমস্যা: পুণ্যপিতা আশা প্রকাশ করেন যে শিক্ষাবিদদের হৃদয় 'সত্যের সৌন্দর্য এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট ও খ্রিস্টের মাধ্যমে মুক্তিপ্রাপ্ত মানবতার মহিমা' দ্বারা আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট হবে। ২৫ মে প্রকাশিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে মানব ব্যক্তিত্বের সুরক্ষা বিষয়ক তাঁর বিশ্বজনীনপত্র Magnifica Humanitas-এর আলোকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথমেই তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষাজগতের একটি বড় সমস্যা হলো জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান খণ্ডিতকরণ (fragmentation of knowledge)। যদিও অনেকেই নিজেদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, তবুও তাঁদের অনেকেই জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সংগ্রাম করেন।

এই ক্ষেত্রে কাথলিক শিক্ষার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিক্ষার্থীদের সত্য ও যিশুকে ভালোবাসতে শেখানো। পোপ মহোদয় বলেন, অনেক তরুণ-তরুণী ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের কথা চিন্তা করে নির্দিষ্ট ডিগ্রি অর্জনের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। তবে শিক্ষকদের মহৎ দায়িত্ব হলো তাদের জ্ঞান-পিপাসাকে এমনভাবে পরিচালিত করা যাতে তারা সত্যকে খুঁজতে, ভালোবাসতে, জীবনের অর্থ নিয়ে চিন্তা করতে শেখে এবং প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে। তবে এটি সহজ কাজ নয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে খ্রিস্টের প্রতি, শিক্ষার প্রতি এবং জীবনের প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ সৃষ্টি করতে শিক্ষকদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে নতুন চ্যালেঞ্জ: সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে সৃষ্ট নানা চ্যালেঞ্জের কথাও উল্লেখ করেন পোপ লিও। তিনি বলেন: "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক ব্যবহার শিক্ষার্থীদের কাজের যথাযথ মূল্যায়নকে আরও কঠিন করে তুলছে। ফলে শিক্ষকদের সৃজনশীলভাবে নিজেদের পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হচ্ছে, যাতে শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ মানবিক বিকাশ নিশ্চিত করা যায়, এমনকি যদি এর জন্য শিক্ষকদের আরও বেশি পরিশ্রম করতে হয়।"

আমাদেরকে চিন্তার ক্ষমতা না হারিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

- তথ্যসূত্র : news.va

এসএসভিপি ঢাকা আর.সি'ও ২য় আঞ্চলিক সম্মেলন-২০২৬

চয়ন এস রোজারিও: গত ২২ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার রমরা ক্যাথিড্রাল হলরুম মিলনায়তনে "আশার প্রেরণায় মানব সেবা" এই মূলসুরকে সামনে নিয়ে "সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল" ঢাকা রিজিওনাল কাউন্সিল (ঢাকা আর.সি) এর ২য় আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সেক্রেটারী চয়ন এস রোজারিও এবং সহকারী সেক্রেটারী হেলেন গমেজ। উক্ত অনুষ্ঠানে আর.সি'র বোর্ড মেম্বার, ঢাকাস্থ কনফারেন্স, ভাওয়াল ও আঠারোগ্রাম, কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও ট্রেজারারসহ সর্বমোট ৮০ জন ভিনসেনসিয়ানদের প্রাণবন্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি মেট্রোপলিটান খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ চেয়ারম্যান আগষ্টিন প্রতাপ গমেজ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার ডেভিড শ্যামল গমেজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসএসভিপি ঢাকা আর সি'র সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জন পিরিজ। অনুষ্ঠানে ঢাকা রিজিওন থেকে আগত বিভিন্ন কনফারেন্স এর (ধর্মপল্লীর অন্তর্ভুক্ত) প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী এবং ট্রেজারারগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান ও বিগত এক বৎসরের প্রতিবেদন উপস্থাপন করে সেক্রেটারীর নিকট জমা দেন। এসএসভিপি হলো দরিদ্রদের সেবাদানের সংগঠন যা সারা বিশ্বে ব্যাপক পরিচিত, সমাদৃত এবং সংঘঠিত। আর. সি'র প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যে বাংলাদেশে এসএসভিপি কার্যক্রমকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উদার আহ্বান জ্ঞাপন করেন এবং সারা বাংলাদেশে ১২৩টি কনফারেন্সগুলোকে আরো শক্তিশালী করে এসএসভিপি ন্যাশনাল কাউন্সিলকে পুনরায় সচল করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দেন। সকল কনফারেন্সে'র প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীগণ ন্যাশনালকে সচল করার জন্য রিজিওনাল কাউন্সিলকে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন।

বরিশাল ধর্মপ্রদেশে শিশু এনিমেটর ট্রেনিং প্রোগ্রাম সফলভাবে সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: "হৃদয়ে শিক্ষা, প্রেমে সেবা; ফলবান হোক শিশুর ভবিষ্যৎ"–এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে বরিশাল ধর্মপ্রদেশের উদ্যোগে এবং পিএমএস বরিশাল এর আয়োজনে তিন দিনব্যাপী 'শিশু এনিমেটর ট্রেনিং প্রোগ্রাম' সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে সিস্টার দীপ্তি রেমা অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পোপীয় মিশন সংগঠন (PMS)-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা প্রদান করেন। শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও আধ্যাত্মিক গঠনে এই প্রশিক্ষণ যেন একটি মাইলফলক হয়ে থাকে, সেই প্রার্থনা ও প্রত্যাশা নিয়ে অ্যানিমেটররা তাঁদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু করেন।

প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ মহোদয় মূল প্রতিপাদ্যের ওপর এক গভীর ও চিন্তাশীল সহভাগিতা প্রদান করেন। তিনি এনিমেটরদের মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন যে, শিশুদের কেবল পাঠদান নয় বরং ভালোবাসার মাধ্যমে আগলে রাখাই হলো প্রকৃত সেবা। তাঁর এই প্রেরণামূলক বার্তা এনিমেটরদের সেবার দায়িত্বে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। এছাড়া বিশপ মহোদয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার প্রদান অংশগ্রহণকারীদের মাঝে আনন্দের এক নতুন মাত্রা যোগ করে এবং তাঁদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিশেষ অনুপ্রেরণা দেয়।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিশুদের প্রতি অ্যানিমেটরদের ভূমিকা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে আলোকপাত করেন সিস্টার মারীয়া দাস। তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে এনিমেটরদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো তুলে ধরেন, যা তাঁদের পেশাগত ও আধ্যাত্মিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পরবর্তীতে সিস্টার জিতা রেমা এসএসএমআই শিশুদের মন জয় করে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও আনন্দদায়ক উপায়ে ক্লাস নেওয়ার কৌশলগুলো উপস্থাপন করেন। তার শিখিয়ে দেওয়া এই পদ্ধতিগুলো এনিমেটরদের ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দিনের শেষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় এনিমেটরদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তাদের সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল মেধার চমৎকার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

কর্মসূচির সমাপনী দিনে অংশগ্রহণকারীরা তাদের অর্জিত শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও আনন্দঘন মুহূর্তগুলো একে অপরের সাথে ভাগাভাগি করে নেন। পিএমএস-এর ধর্মপ্রদেশীয় ডিরেক্টর ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গোমেজের পৌরহিত্যে পবিত্র সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। তাঁর মূল্যবান নির্দেশনা ও আশীর্বাদে এনিমেটররা শিশুদের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের গুরুত্ব নতুনভাবে উপলব্ধি করেন। পরিশেষে, প্রতিটি এনিমেটর যেন দক্ষতার সাথে শিশুদের হৃদয়ে বিশ্বাসের বীজ বপন করতে পারেন–এই প্রার্থনা ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে যান।

দেলুয়াবাড়ী সাব-সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো পরিবারে জপমালা প্রার্থনা বিষয়ক সেমিনার

ফাদার অনিল ইগ্নেসিউস মারাণ্ডী: ২১ থেকে ২২ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রেরিতদূত সাধু টমাসের ধর্মপল্লীর আয়োজনে ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় হলি ক্রস ফ্যামিলি ও রোজারী মিনিস্ট্রি'র সহযোগিতায় পরিবারে জপমালা প্রার্থনা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সেমিনারে ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার পাত্রাস হাঁসদা, ফাদার অনিল মারাণ্ডী, ১ জন সেমিনারীয়ান, গ্রামের মহিলা-পুরুষ, যুবক-যুবতী ও ছেলে-মেয়েসহ ৫৬ জন অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের মূলভাব ছিল, "এসো জপমালা প্রার্থনা করি, কুমারী মারীয়ার আদর্শে জীবন গড়ি"। ২১ মে, সন্ধ্যায় সেমিনারের শুরুতে ছিল রোজারীমালা প্রার্থনা ও মা মারীয়া বিষয়ক ভিডিও প্রদর্শন। ২২ মে, ফাদার অনিল মারাণ্ডী মূলবিষয়ের উপর আলোচনায় বলেন, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতায় দেখা যায় যে, পিতামাতাগণ তাদের সন্তানদের 'ক্রুশের চিহ্ন' শিখানোর পর 'প্রণাম মারীয়া'

প্রার্থনা শেখান। আর কাথলিক খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমরা জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে ভক্তি, ভালোবাসা, চাওয়া-পাওয়া, নিবেদন-আবেদন ও শ্রদ্ধা মায়ের মধ্য দিয়ে সকল উপহার ঈশ্বরকে দিয়ে থাকি। ভক্তির অর্ঘ্যের এই নিবেদনের মধ্য দিয়েই মা মারীয়াকে আমাদের পরিবারের রাণী, খ্রিস্টমণ্ডলীর মাতা এবং সকলের মা হিসেবে গ্রহণ ও বরণ করেছি। অংশগ্রহণকারী জগেশ পাহান বলেন, "আমি একজন গ্রাম প্রধান হিসেবে বলবো, গ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক সময় সমস্যায় পড়ি ও বিপদ-আপদ ও সংকটময় মুহূর্তে মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। তাঁর বিশেষ কৃপা ও আশীর্বাদে ভালো আছি ও গ্রাম অনেক ভালো পরিচালনা করছি।" বিরতির পর পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘটে। **(বরেন্দ্রদূত)**

পাগাড় ধর্মপল্লীর নবনীতা সংঘের প্রতিপালিকা সাধ্বী রীতার পর্ব উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২২ মে আনন্দ সহকারে পালিত হলো পাগাড় ধর্মপল্লীর নবনীতা সংঘের প্রতিপালিকা সাধ্বী রীতার পার্বণ। এ পর্ব উপলক্ষে ভগ্নিগণ তিনদিনের নভেনায় অংশগ্রহণ করেন। নভেনার সবকিছুই ছিল প্রাণবন্ত। খ্রিস্টযাগ শুরু হয় বিকাল ৫:৩০ মিনিটে। খ্রিস্টযাগের পুরোহিত্য করেন পাগাড় ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার শীতল থিওটোনিয়াস কস্তা। এরপর নবনীতার ভগ্নিদের সহযোগে এবং সিস্টারদের সহযোগিতায় খ্রিস্টযাগে গান, পত্রপাঠ, আরতি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া খ্রিস্টযাগে ধর্মপল্লীর অনেক সাধারণ খ্রিস্টভক্তরা উপস্থিত ছিলেন। সাথে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক আগষ্টিন পিউরীফিকেশন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ শেষে আশীর্বাদের বিস্কুট বিতরণ করা হয়। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানে ভগ্নিরা সবাই দলভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে ফাদার, সিস্টারগণ ভগ্নিদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর গোপন বন্ধু প্রকাশ ও কেক কাটা এবং রাতের খাবারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শুলপুর ধর্মপল্লীতে ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল সেমিনার

ব্লেয়ার রোজারিও: গত ২৮ মে বৃহস্পতিবার, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল কমিশনের আয়োজনে শুলপুর ধর্মপল্লীতে দিবসব্যাপী বাইবেল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শুলপুর খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনকে গভীর ও বাইবেল সম্পর্কে আরও জ্ঞান লাভ করার লক্ষ্যে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারটিতে শুলপুর ধর্মপল্লী থেকে ১৭৪ জন খ্রিস্টভক্ত অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করেন, সেমিনারটিতে আরও উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার কমল কোড়াইয়া, সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার শাওন রোজারিও, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার শিপন পিটার রিবেরু, উক্ত কমিশনের সদস্য ফাদার সনি রোজারিও এবং বিশেষ সার্বিক সহযোগিতায় ছিল সাধ্বী আগ্নেশ এর সংঘ। দিনব্যাপী এই আয়োজনে অংশগ্রহণকারীরা প্রার্থনা, গান এবং দলগত আলোচনায় অংশ নেন। উক্ত সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার শিপন পিটার রিবেরু। তিনি তাঁর মূল্যবান ও চমৎকার বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বাইবেলের বাণী ও খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা সহজ ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা ও জীবন্ত আলোচনা অংশগ্রহণকারীদের বিশেষভাবে আলোড়িত করে। পরিশেষে, প্রার্থনা ও দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে সেমিনার শেষ হয়।

নবাই বটতলা ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো রোজারি মালা প্রার্থনা

ফাদার স্বপন মার্টিন পিউরীফিকেশন: গত ৩১ মে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের নবাই বটতলা রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার ধর্মপল্লীতে মাসব্যাপী গ্রাম ঘুরে অনুষ্ঠিত হলো রোজারি মালা প্রার্থনা অনুষ্ঠান। এই মে মাসে রোজারি মালা প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মূলসুর ছিল "এসো মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণে এগিয়ে যাই স্বর্গপানে"। এতে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত প্রায় ৩৭০ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, পুরো মে মাসব্যাপী বিভিন্ন বাড়ি, ব্লকে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই রোজারি মালা প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি বিশেষ ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার স্বপন মার্টিন বলেন, "খ্রিস্টমণ্ডলীতে পরম পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব উদ্‌যাপন করা হয় তবুও উক্ত পর্বটিকে অধিক প্রাধান্য দিয়েই সেই সঙ্গে মে মাসের অর্থাৎ মা মারীয়ার মাসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানটি শোভাযাত্রার মাধ্যমে করা হয়।" অনুষ্ঠান সূচীতে ছিলো পবিত্র খ্রিস্টযাগ, মা-মারীয়াকে নিয়ে শোভাযাত্রা, রোজারিমালা প্রার্থনা, পবিত্র বাইবেল হতে পাঁচটি বাণীপাঠ (যা প্রতিটি নিগুরতত্ত্বের পর পর একটি করে করা হয়) এবং মা মারীয়া সংঘের ভগিনীগণ মা মারীয়ার চরণে ভক্তি প্রদর্শনসহ দান উৎসর্গ করেন। অন্তরে ভক্তি ও গভীর বিশ্বাস নিয়ে এই দিন ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ মায়ের মধ্যস্থতায় আশীর্বাদ লাভ করেন। পরিশেষে পাল পুরোহিতের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়।

তথ্যসূত্র: আরভিএ নিউজ

মমতাময়ী মায়ের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

মা: প্রয়াত মার্টিনা ক্রুশ
জন্ম: ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: হারবাইদ, পূবাইল, গাজীপুর

"মরণ সাগড় পাড়ে, তোমরা অমর তোমাদের স্মরি"

স্বর্গের অনন্ত যাত্রার বাবার ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

বাবা: প্রয়াত গোলাপ ক্লেমেন্ট রোজারিও
জন্ম: ৩০ জানুয়ারি, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জুলাই, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: হারবাইদ, পূবাইল, গাজীপুর

প্রিয় বাবা ও মা,

আমাদের ছেড়ে আজ তোমরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গ লাভ করতে চলে গেলে না ফেরার দেশে। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে, আমরা যদিও তোমাদের হারিয়েছি, তবুও তোমরা রয়েছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। আর সেখানেই থাকবে সব সময়; কখনও হারিয়ে যাবে না। মা, বাবার মৃত্যুর পর তোমার সেই কষ্টগাঁথা জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে, একজন স্বার্থক মা হয়ে আমাদের মানুষের সেবায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছ। আজ তোমাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার সাথে তোমাদের স্মরণ করি। তোমাদের রেখে যাওয়া সকল আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ ও স্মৃতি আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বাস করি, তোমরা আছো আনন্দলোকে, পরম পিতার সান্নিধ্যে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো মা ও বাবা, তোমাদের জীবনাদর্শে আমি যেন জীবনের বাকীটা পথ চলতে পারি এবং তোমাদের নাতিকে সুপথে পরিচালিত করতে পারি।

তোমাদের আদরের ছোট মেয়ে এবং পরিবারবর্গ
রত্না রোজারিও
ও নাতি: রেইন লেনার্ড রোজারিও
নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা

বিজ্ঞ/১১২/২৬

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ১৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 18
Regd. No. DA-33
❖ 7 - 13 June, 2026, ২৪ - ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

স্বর্গধামে অনন্ত যাত্রা

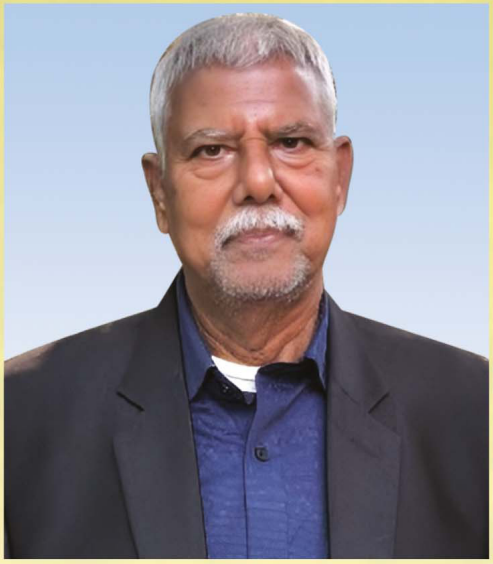

প্রয়াত ওয়াল্টার সুরেশ কস্তা

জন্ম: ২ নভেম্বর, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ (বড়ইহাজী, কস্তাবাড়ি, শুলপুর)
মৃত্যু: ১৬ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

"আমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়েছে। খ্রীষ্টের পক্ষে আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি, দৌড়ের খেলায় শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাসকে ধরে রেখেছি।"– ২য় তিমথি ৪:৭

গত ১৬ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ দিবাগত আনুমানিক রাত ১২: ১৫ মিনিটে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে প্রভুর ডাকে পরলোকে প্রভুর আত্মায় মিলিত হন প্রয়াত মি. সুরেশ ওয়াল্টার কস্তা। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

পৃথিবীর চির আবর্তনে ও ঈশ্বরের পরিকল্পনার পূর্ণতায় তিনি এসেছিলেন আমাদের একান্ত কাছে, অতি আপনজন হয়ে। তেমনিভাবে ভালোবাসা, মায়া-মমতার সকল বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেছেন আমাদের একা করে। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও ঈশ্বরভীরু। নিজ প্রার্থনার জীবনে ছিলেন বিশ্বস্ত । নিজের একমাত্র পুত্র সন্তান ব্রাদার সুমন এন্ড্রু কস্তা, সিএসসিকে দ্বিধাহীনভাবে ঈশ্বরের সেবাকাজের যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন নিজের জীবনাদর্শ ও প্রেমময় পিতার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞায়।

তিনি ছিলেন কর্মঠ, কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ; প্রায় ৫৫ বছর নারিন্দা, সাধু যোসেফস্ কারিগরি বিদ্যালয়ে নিরালসভাবে সেবা দিয়েছেন, হাতে কলমে শিক্ষার পাশাপাশি সহস্রাধিক শিক্ষার্থীদের সঠিক পথ দেখিয়েছে জীবনব্যাপী। মানুষকে সেবার মধ্য দিয়েই তিনি ঈশ্বরের সেবা করেছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে একান্তত্মা প্রকাশ ও সেবায় নিজ জীবন ব্যয় করেছেন। তিনি পিতার সাথে মিলিত হয়েছেন কিন্তু আমাদের জন্য রেখে গেছেন প্রেম, সেবা ও ত্যাগের অম্লান আদর্শ।

প্রয়াত মি. সুরেশ ওয়াল্টার কস্তা'র অসুস্থকালীন সময় থেকে সমাধীদান পর্যন্ত আপনারা যে- যেভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, প্রার্থনা করেছেন, পাশে থেকেছেন সকলকে জানাই প্রার্থনাপূর্ণ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতায় —

স্ত্রী : সারথী তেরেজা কস্তা
ছেলে : ব্রাদার সুমন এন্ড্রু কস্তা, সিএসসি
মেয়ে : জ্যাকলিন জুলিয়ানা কস্তা
মেয়ে জামাই : মিথুন রুবেন গমেজ
নাতি : জেইন মাইকেল গমেজ
বড়ইহাজী, কস্তাবাড়ি, শুলপুর

বিজ্ঞ/১১১/২৬

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org